জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অসুস্থ শিশু

নেই নজরদারি। খাবার খেয়ে অসুস্থ আইসিডিএস কেন্দ্রের ১৫ জন শিশু। চাঞ্চল্য বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটির ধবনি গ্রামে। চিকিৎসার জন্য শিশুদের নিয়ে আসা হয় অমরকানন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে



নিম্নচাপে শীতে বাধা

নিম্নচাপের জেরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে এবং আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বুধবার থেকে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। নিম্নচাপের প্রভাব কেটে গেলেই সক্রিয় হবে উত্তুরে হাওয়া আর তখনই ফিরবে শীতের আমেজ

বিজেপি বিধায়কের ভাইপোর গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু, তবু জামিন



দেশের তথ্য পাচার, নজরে বায়ুসেনার উইং কমান্ডার



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৬১ • ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ • ২৮ কার্তিক ১৪৩৩ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 161 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 15 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

৫,৬৭৫ কোটির প্রকল্প ৫৬ কোটি!

মোদির 'বন্ধু'র নয়া জালিয়াতি

প্রতিবেদন : ৫,৬৭৫ কোটি টাকার প্রকল্পের খরচ একধাক্কায় ৫৬.৭৫ কোটিতে! স্রেফ একটি দশমিক-বিন্দুর হেরফের ঘটিয়ে বিরাট ঘোটালা করেছেন মোদি-বন্ধু আদানি। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ সামনে আসার পরই তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ দিয়ে মুখরক্ষা করতে চাইছে মোদি সরকার। অভিযোগ, নয়া এই কারসাজিতে বিপুল অঙ্কের তহবিল ফাঁকি দেওয়ার প্ল্যান করেছে আদানি গোষ্ঠী।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার তারালা জলবিদ্যুৎ ৫,৬৭৫ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প। এই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের তহবিলে



দশমিকের ভেলকিতে পাল্টে দিলেন টাকার অঙ্ক

আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেডের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ছিল ২২৭ কোটি টাকা। এখন দশমিকের ভেলকিতে প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ ৫৬.৭৫ কোটিতে নেমে আসায় আদানির প্রদেয় অর্থ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.২৭ কোটি টাকা। আদানি গোষ্ঠীর এই নজিরবিহীন খরচ কমানোর আর্জিতে রাজ্য বন দফতর সম্মতি দেওয়ায় শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক জরুরি ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার পাটন (এরপর ৬ পাতায়)

ভবানীপুর থানা থেকে বেরিয়েই ফের বললেন অভিষেক

বিজেপি বাঙালি বিরোধী বাংলা ভাষারও বিরোধী

প্রতিবেদন: ইডি-সিবিআই-পুলিশ, বুলডোজার দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকদের কণ্ঠরোধ করার বিজেপির চেষ্টা অব্যাহত। বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের দু'দিন আগে সমাজমাধ্যমের একটি পোস্টকে কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শনিবার ভবানীপুর থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে অভিষেক জানান, তিনি কেন গুজরাতি গ্যাং বলেছিলেন, তার ব্যাখ্যা আছে। আর সেই ব্যাখ্যা তিনি তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়ে এসেছেন। তৃণমূল সাংসদ বলেন, আমি কোনও সম্প্রদায়কে অপমান করিনি। আমি কোনও তদন্ত এড়িয়ে যাচ্ছি না। দুর্গাপুজোকে অপমান করেছে বিজেপি। এরা বিদ্যাসাগরকে অপমান করেছে।

২ মে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ-পোস্টে গুজরাতিদের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তুলে ২৭ মে ভবানীপুর থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে একটি

ইডি-সিবিআই-বুলডোজার বা পুলিশ দিয়ে মুখ বন্ধ করা যাবে না



সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক, শনিবার।

লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অর্ণবকান্তি দাস নামের এক ব্যক্তি। শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ভবানীপুর থানায় পৌঁছন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা থানায় ছিলেন তিনি।

থানা থেকে বেরিয়ে অভিষেক বলেন, আমি আজও বিজেপিকে বাংলা বিরোধী বলব। আমি যে পোস্ট করেছিলাম, তা বিজেপির নেতা অমিত মালব্যের পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে। অমিত বলেছিলেন, বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই। বাংলাদেশি ভাষা। এর মানে কী? আমরা যে ভাষায় কথা বলছি সেটা বাংলা ভাষা না বাংলাদেশি ভাষা? এটা বাংলা ভাষা। তাঁর ট্যুইটের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওই পোস্টটি করেছিলাম। কারা গুজরাতি গ্যাং তার ব্যাখ্যা তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়ে এসেছি।

অভিষেক বলেন, ছয় মাস ধরে একই ঘটনা চলছে। আগেও চলেছে। কয়েকদিন আগে বুলডোজার নিয়ে যা হল সেখানে আমার তো কিছুই ছিল না। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



চেহারা

তোমার বুদ্ধি অশ্বডিম্ব
তোমার মূর্তি তুর্কমান,
তোমার ছায়ায় হৃদয় বিকল
যন্ত্রী তুমি নও বলীয়ান।
তোমার কেশে কেশাগ্র ব্যাকুল
তোমার মেঘে ব্যগ্র আকুল,
তুমি আষ্টেপৃষ্ঠে অধরা
এটাই তোমার চেহারা।

স্কুলের পোশাকেও এবার বিজেপির রাজনীতি শুরু

প্রতিবেদন: শিক্ষাঙ্গনেও এবার রঙের রাজনীতি! স্কুলের পোশাকের রং বাছাইয়ের জন্য বিজেপি সরকার পোর্টাল চালু করেছে। কিন্তু সেখানে একতরফা রঙের যা বিকল্প দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট স্কুলের ঐতিহ্য রক্ষা নয়, বরং তাঁদের আসল উদ্দেশ্য একরঙা শাসন চাপিয়ে দেওয়া।

পোর্টালে দেখা যাচ্ছে, একরঙা ইউনিফর্মের স্কুলগুলির জন্য আপাতভাবে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু বাংলার যে শতাব্দীপ্রাচীন স্কুলগুলির গর্ব তাদের ডোরাকাটা শার্ট, খোপকাটা ফ্রক, চেক শাড়ি রয়েছে সেইসব স্কুলের সামনে



এখন কোনও বিকল্পই রাখা হয়নি। পোর্টালে ডোরা কিংবা খোপের কোনও অপশনই নেই। বহু শতাব্দীপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্কুলের নিজস্ব পরিচিতি জড়িয়ে থাকে তাদের নির্দিষ্ট নকশার পোশাকের সঙ্গে। পোর্টালে সেই নকশা বেছে নেওয়ার সুযোগ না থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষ চরম বিপাকে পড়েছে। এর সোজা অর্থ হয় সরকারের বাছা একরঙা পোশাক পরো, নয়তো নিজেদের ঐতিহ্য বিসর্জন দাও।

আসলে বিজেপি চায় স্কুলের নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব ইতিহাস, প্রাক্তনীদের আবেগ সব মুছে দিয়ে একটাই রং, একটাই ছবি। যে দল ক্ষমতায় এলেই পাঠ্যবই থেকে ইতিহাস মুছে দেয়, ছোটদের পাঠ্য বইয়ের ব্লার্বে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নামে কৃতজ্ঞতা জানায় সেই (এরপর ৬ পাতায়)

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতের উল্লাস



ফের কমিশনের মিথ্যাচার, ২২ সিটে ৩০ হাজার বিচারাধীন

প্রতিবেদন : মিথ্যাচার ফাঁস নির্বাচন কমিশনের। রাজ্যে নাকি ৬,০০০ ভোটার 'বিচারাধীন'। ফলাও করে বলেছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু মাত্র ২২টি আসনেই বিচারাধীনের যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তা ওই সংখ্যার পাঁচ গুণ। মুর্শিদাবাদের ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি বিধানসভার ৩০৪টি বুথের ভোটার তালিকা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সেখানে এখনও ২৯,৩৪৭ জন ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ২৬,০০০ জনই আবার মুসলিম। ট্রাইবুনালে যাঁদের আবেদন এখনও ঝুলে আছে সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের তুলনায় এই সংখ্যাটা কম হলেও, এটি স্পষ্ট, ভোটারদের একটি বড় অংশ কীভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের মহাদেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি ভোটকেন্দ্রের এক বুথ লেভেল অফিসাররা জানিয়েছেন, (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 November, 2026 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২০ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫-২০২০) এদিন সংসার সীমান্ত ছেড়ে তিন ভুবনের পারে পাড়ি জমালেন। তিনি শুধু বাংলা ছবির মহাতারকা ছিলেন না, ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার-বাচিকশিল্পী-কবি-চিত্রকরও। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজের সুবাদে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সৌমিত্র। তাঁর পরিচালনায় মোট ১৪টি ছবিতে কাজ করেছেন সৌমিত্র। লিজিয়ঁ অফ অনার, দাদাসাহেব ফালকে, বঙ্গভূষণ, পদ্মভূষণ এবং জাতীয়স্তরে আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। নাহ্, উত্তমকুমার হয়ে ওঠেননি তিনি। অন্য বহু তারকার মতো



টলিউডের কমার্শিয়াল ছবিতে দাপিয়ে কাজ করেছেন এমনও নয়। তাঁর একমাত্র সম্পদ 'অ্যাকাডেমিক ইনটেলিজেন্স'। অভিনয়ে বুদ্ধির সংযত ঝলক। আর সেই হাতিয়ার সম্বল করেই কখনও তিনি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' আবার কখনও সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষচন্দ্র মিত্র। 'ময়ূরবাহন' থেকে 'ময়ূরাক্ষী'। 'ক্ষিদ্দা' থেকে 'উদয়ন পণ্ডিত'। বাঙালি তাঁকে ঘিরে সব আশা দু'হাত ভরে মিটিয়েছে।



১৮৭৫ বিরসা মুণ্ডা (১৮৭৫-১৯০০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উলগুলানের নায়ক তিনি। ব্রিটিশ ভারতের ছোটনাগপুরের সিংভূম, রাঁচি, পালামৌ জেলাগুলোয় মুণ্ডা-সহ অন্য আদিবাসীদের ঘনবসতি ছিল। ইংরেজদের হাতের মুঠো থেকে দেশমাকে স্বাধীন করার জন্যে বন্দুকের সামনে তির-ধনুক নিয়ে লড়াই করতে নেমে পড়েছিলেন বীর যোদ্ধা বিরসা মুণ্ডা। তাঁকে নিয়ে আজও মুণ্ডারা গান গায়— 'হে ধরতি আবা! জন্ম তোমার চালকাদেতে ভাদ্র মাসে/ অন্ধজনের চোখ মিলল ভাদ্র মাসে/ চলো যাই ধরতি আবাকে দেখি/ এ বড়ো আনন্দ হে, তাঁকে প্রণাম করি/ আমাদের শত্রুদের তিনি হারিয়ে দিবেন ভাদ্র মাসে।' 'মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন।' সেই অভিশপ্ত জীবন অতিক্রম করে মুণ্ডা বিরসা ঊর্ধ্ব গগনে মাদল বাজাতে চেয়েছেন; এবং বাজিয়েছেন। তিনি আদেশ শুনেছেন, যাত্রা করো, 'যাত্রা করো যাত্রীদল/ উঠেছে আদেশ।' বিরসা জানতেন তাঁকে একদিন লেখাপড়া শিখতে হবে। দিকুদের ভাষা শিখলে তবে ও দিকুদের হাত থেকে জমি-বাড়ি ছাড়াতে পারবেন। পঁচিশ বছরের যুবক বিরসা তাই সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে অরণ্যের অধিকার চেয়েছিলেন।

১৯২৩ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) এদিন প্রয়াত হন। কর্মজীবনের প্রথমে সরকারি চাকরি, তারপর অধ্যাপনা, এরপর সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন। 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'স্বরাজ', 'নারায়ণ', 'নায়ক', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পাদনার কাজে কিংবা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দি কাগজ 'কলিকাতা সমাচার' ও 'ভারতমিত্রে'র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৮৫৬ মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) এদিন প্রয়াত হন। ভারতে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ তাঁর হাতে। ১৮৩৬-এর ১০ জানুয়ারি এ-কাজ করেন তিনি। জাতধর্ম না জেনে মৃতদেহ ছোঁয়া এবং কাটাকুটির জন্য জাতিচ্যুত করা হয় মধুসূদনকে। কিন্তু দমানো যায়নি তাঁকে। তথ্য বলছে, ১৮৩৭ সালে ৬০টি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ হয় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। মধুসূদন ১৮৪৯-এ 'লন্ডন ফার্মাকোপিয়া' এবং 'অ্যানাটমিস্ট'স ভাদি মেকাম'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮৫২-তে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা শ্রেণি খোলা হলে তার সুপারিনটেন্ডেন্ট হন তিনি। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয় 'অ্যানাটমি' নামে তাঁর অমূল্য গ্রন্থ।





১৯৮৭ শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৯৮৭) এদিন সুরলোকে পাড়ি দিলেন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়কদের অন্যতম। তাঁর অনেক গান আজও বাঙালি শ্রোতাদের কাছে আদৃত। তাঁর সুর করা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে 'দেয়া নেয়া' ছাড়াও আছে 'আনন্দ আশ্রম', 'অমানুষ'-এর মতো ছবি। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। প্রথম প্লে ব্যাক গায়ক হিসেবে ১৯৪৮ সালে 'সুনন্দার বিয়ে'তে সাড়া ফেলেন।

১৯৭০ কালীপদ পাঠক (১৮৯০-১৯৭০) এদিন প্রয়াত হন। প্রধানত টপ্পা গায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও ধ্রুপদও ভাল গাইতেন। যাত্রা গায়ক হিসেবে সঙ্গীত জীবনের শুরু। মাত্র দু'খানি গানের রেকর্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

কর্মসূচি



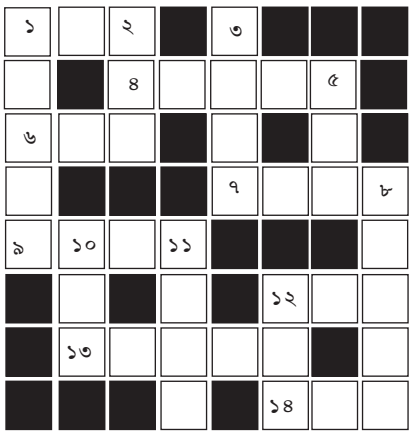


জননেত্রীর প্রতিনিধি হয়ে নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রে সাংসদ মহুয়া মৈত্র। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি চাপড়া বিধানসভার আলফা অঞ্চলের ডোমপুকুরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে। অপর ছবিতে তিনি নাকাশিপাড়া ব্লকে বিক্রমপুর অঞ্চলে সত্যপুর গ্রামের আরপাড়া ক্যানেলের ওপর স্ল্যাব কালভার্ট তৈরির কাজ পরিদর্শন করেছেন। ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালভার্ট তৈরির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৮১



পাশাপাশি : ১. পাকা ৪. উচ্চপদস্থ বা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে জরুরি যোগাযোগের বিশেষ টেলিফোন লাইন ৬. প্রতারণা, ঠকানো ৭. পায়রা ৯. চপল, গাম্ভীর্যহীন ১২. গোলা ১৩. হৃৎপৃণ্ড ও যকৃৎ ১৪. —ধূপ।

উপর-নিচ : ১. যুগপরিবর্তন ২. লভ্য, পাওনা ৩. বিশ্বের ভাষা ৫. প্রণমিত ৮. যুদ্ধের আলোড়ন ১০. কোমরে বাঁধবার সুতো ১১. বাক্‌পটুতা ১২. স্বাধীন, মুক্ত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৮০ : পাশাপাশি : ১. নিগ্রয়ড ৩. প্রতীকী ৫. লভা ৭. রক্তপা ৮. দক্ষিণা ১০. বাটিকা ১২. লগন ১৪. জমা ১৭. লক্ষ্মীশ ১৮. তোশদান।
উপর-নিচ : নিচুল ২. ডহর ৩. প্রভুপাদ ৪. কীর্ণ ৬. ভাইটি ৯. ক্ষিতিজ ১১. কালপাশ ১৩. নয়তো ১৫. মাতন ১৬. ফুল।

১৪ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩০৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৭৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৬১	৯৫.৬৩
ইউরো	১০৪.৪৭	১০৫.৮৭
পাউন্ড	১২৫.০৬	১২৬.৬৭

নজরকাড়া ইনস্টা



■ প্রসেনজিৎ



■ মেখলা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

15 November, 2026 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৫ নভেম্বর ২০২৬
রবিবার



শনিবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল রবীন্দ্র সরোবরের গেট

টালার পাইপ ফাটার জেরে অব্যাহত জলযন্ত্রণা

পরিষেবা দিতে ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন প্রশ্নেই মেজাজ হারাচ্ছেন পুরমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শহরজুড়ে তীব্র জলসঙ্কট। এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছেন সাধারণ মানুষ। অথচ সমস্যার সমাধান তো দূর অস্ত, উল্টে ভুক্তভোগী মানুষের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। টালায় পাইপ ফাটার জেরে গত কয়েকদিন ধরে চলা জলযন্ত্রণা মেটাতে যে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে মন্ত্রীমশাই এখন কার্যত হাত তুলে নিয়েছেন। আর সংবাদমাধ্যম আমজনতার হয়ে প্রশ্ন করলেই মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন তিনি।

শনিবার শহরের জলসঙ্কট কবে মিটবে জানতে চাওয়া হলে অত্যন্ত রুক্ষ ও দায়সারা মেজাজে পুরমন্ত্রী বলেন, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমি তো হাতুড়ি দিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে আসিনি, ফেটে গিয়েছে! একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে হতবাক শহরবাসী। প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষ কি তবে মন্ত্রীর দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকবেন? সরকার ও পুরসভার কাজই বা কী? লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন পানীয় জলের মতো ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, তখন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মুখে এমন চরম অসংবেদনশীল ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষা কি আদৌ শোভনীয়?

টালার মেইন লাইনে বিকল্প বাইপাস করার সরকারি দাবি যে নিছকই 'আইওয়াশ', তা বউবাজার ও শোভাবাজারের মতো বিস্তীর্ণ এলাকার চেহারা দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বাবুরাম শীল লেন থেকে শুরু করে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বহু জায়গায় এখনও জলের দেখা নেই। রাস্তার কলগুলো দিয়ে সরু সুতোর মতো ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মানুষকে বাধ্য হয়ে পাইপ লাগিয়ে জল টানার চেষ্টা করতে হচ্ছে, তবুও গৃহস্থের বাড়িতে জল পৌঁছাচ্ছে না। স্নান-খাওয়া ভুলে নাগরিকদের এখন এক বালতি জলের জন্য রাস্তার কলের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে।





চলছে টালার পাইপ মেরামতির কাজ। ডানদিকে, পানীয় জলের হাহাকার শহরের বাসিন্দাদের।

নিজের দফতরের চরম অপদার্থতা ঢাকতে মন্ত্রী এখন 'ব্রিটিশ আমলের পাইপ'-এর দোহাই দিচ্ছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্বীকারই করে নিলেন যে, বউবাজার-শোভাবাজারের মানুষের এই অভিযোগ ন্যায্য এবং জলের স্বাভাবিক ফোর্স এখনও ফেরেনি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাইপ যে ব্রিটিশ আমলের এবং জীর্ণ, তা কি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অজানা ছিল? নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের কাজ কেন সময়ে করা হয়নি? দুর্ঘটনা ঘটার পর ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলাই কি এই সরকারের নতুন কৌশল?

আসলে, সমস্যার গভীরে গিয়ে তা মেটানোর চেয়ে সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের পিঠ চাপড়াতেই বেশি ব্যস্ত মন্ত্রী। একদিকে তিনি বলছেন পরিষেবা স্বাভাবিক হতে এখনও কত সময় লাগবে তা অনিশ্চিত, অন্যদিকে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে সাধারণ মানুষকে 'ধৈর্য' ধরার উপদেশ দিচ্ছেন। তৃষ্ণার্ত মানুষের ধৈর্যের বাঁধ যে কবেই ভেঙে গিয়েছে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা শাসকদলের মন্ত্রীদের তা বোঝার অবকাশ কোথায়! পুরমন্ত্রীর এই মেজাজ হারানোই প্রমাণ করে দেয়, জনগণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে এই সরকার কতটা দেউলিয়া ও অসহায়।

নিম্নচাপ কাটলেই নামবে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : পারদ পতন হলেও রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের দেখা নেই। উত্তুরে হাওয়ার পথে ফের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ। নিম্নচাপের জেরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে এবং আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। বিশেষ করে বুধবার থেকে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একটি ঘূর্ণাবর্ত ইতিমধ্যেই নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর অভিমুখ তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে থাকলেও, এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায়। নিম্নচাপের টানে সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শুষ্ক ও শীতল উত্তুরে হাওয়া রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করতে পারছে না। নিম্নচাপের প্রভাব কেটে গেলেই আকাশ পরিষ্কার হবে এবং ফের সক্রিয় হবে উত্তুরে হাওয়া। তখনই বঙ্গে প্রকৃত শীতের আমেজ ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হতাশায় ভুগছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, তীব্র কটাক্ষ কুণালের

প্রতিবেদন : ছয় মাসের সরকারে চরম হতাশায় ভুগছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। কারণ, তাঁর কথায় কর্ণপাত করছেন না কেউই। শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে দলের অন্দরে। এইসমস্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজ ও দলের নির্দেশ অমান্য করে বলপূর্বক অন্য দলের কার্যালয় দখলের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দলের মধ্যে এমন অরাজকতা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান মঞ্চে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। কিন্তু তা দলীয় কর্মীরা শুনছেন কই? পাত্তাও দিচ্ছে না কেউ। এ প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য ও তাঁর দলকে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষের।

কুণাল বলেন, শমীক ভট্টাচার্য বলছেন কিছু পুলিশ অফিসার নিজেদের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ভাবছেন আবার কিছু মণ্ডল সভাপতি নিজেদের মতো করে পুলিশদের চালাতে চাইছেন। এগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে গিয়েছে। শমীকবাবুর এই ধরনের উপলব্ধি একদম সঠিক। কিন্তু ওনার আপত্তি, সতর্কবার্তা শোনার মতো জায়গায় বিজেপি নেই। তাঁর দল ও সরকার তাতে কর্ণপাতও করবে না। কারণ, এই পুলিশরাজ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের নেশায় পরিণত হয়েছে। দমন-পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

শমীক ও বিজেপিকে একযোগে কটাক্ষ করে তৃণমূল মুখপাত্র এও বলেন, ছয় মাসের সরকারকে রাজ্য সভাপতির এ কথা বলতে হচ্ছে! এটা তো আমাদের কথাকেই মান্যতা দিচ্ছেন শমীকবাবু। যাইহোক, এসব তো থামানোর কথা। কিন্তু দল ও সরকার দু'রকম চেহারা নিয়ে মানুষের কাছে চলছে। সরকার রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে বেপরোয়াভাবে চলছে। আর দলের কিছু লোক দখলদারি কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহারের ওষুধটা ব্যবহার করছে। সুতরাং কে কাকে থামাবে? বিজেপির রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসনের কাজে দলের রাজ্য সভাপতিই অসন্তুষ্ট। শমীকবাবু কোনও খারাপ জিনিস হলেই যেভাবে বলে বসেন এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই, কোনদিন না বলে বসেন এই সরকারটাই বিজেপির নয়! অতএব দলে সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও পুরনো বিজেপিরা।

১৬ জন অযোগ্যকে বাদ দিল এসএসসি

প্রতিবেদন: আদালতের কড়া নির্দেশ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার একের পর এক আশ্বাসের পরেও বড়সড় অস্বস্তিতে পড়ল রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২০২৫ সালের শিক্ষাকর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউয়ের প্রাথমিক তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিলেন ২০১৬ সালের নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ১৬ জন অযোগ্য প্রার্থী। শেষ মুহূর্তে বিষয়টি নজরে আসায় ওই ১৬ জনের প্রার্থিপদ বাতিল করে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কিন্তু আবেদনপত্র যাচাই ও লিখিত পরীক্ষার মতো একাধিক ধাপ পেরিয়ে কীভাবে এই চিহ্নিত অযোগ্য প্রার্থীরা ইন্টারভিউয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হওয়ার পর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনওভাবেই অযোগ্যরা সুযোগ না পান, সেজন্য দাগি প্রার্থীদের তালিকা আগেই প্রকাশ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কীভাবে এই ১৬ জন আবেদন করলেন, অ্যাডমিট কার্ড পেলেন এবং লিখিত পরীক্ষায় বসে ইন্টারভিউয়ের তালিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদ ও আইনজীবীদের একাংশ।



কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বাদ পড়া ১৬ জনের মধ্যে চারজন ছিলেন গ্রুপ সি-র প্রাথমিক তালিকায়। বাকি ১২ জনের নাম ছিল গ্রুপ ডি-র তালিকায়।

কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বাদ পড়া প্রত্যেকের নামই রয়েছে ২০১৬ সালের এসএলএসটি-র অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকায়। এমনকী সিবিআইয়ের তৈরি ওএমআর নম্বর সংক্রান্ত গরমিলের তালিকাতেও তাঁদের নাম মিলেছে। সেই তথ্য সামনে আসার পরই তাঁদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 November, 2026 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জালিয়াতি

প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুর নয়া জালিয়াতি। ৫,৬৭৫ কোটির প্রকল্প এক ধাক্কায় হয়ে গেল ৫৬ কোটি! দশমিকের ভেল্কিতে পাল্টে দিলেন টাকার অঙ্ক। কাজটি করেছেন মোদি-বন্ধু আদানি। বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসার পরেই মানুষ বুঝতে পারছেন বিজেপির ঘোটালা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। দশমিকের কারসাজিতে বিপুল অঙ্কের তহবিল ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই নাম-কা-ওয়াস্তে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছেন, তদন্ত আসলে লোক-দেখানো। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার তারালা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রকল্পের খরচ ৫,৬৭৫ কোটি টাকা। বন্যপ্রাণ তহবিলে আদানির গ্রিন এনার্জি লিমিটেড-কে দিতে হত ২২৭ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্প জমা দেওয়ার সময় কমা তুলে দিয়ে দশমিক বসিয়ে প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ করা হয় ৫৬.৭৫ কোটি টাকা! এর ফলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের তহবিলে ২২৭ কোটির পরিবর্তে সংস্থাকে দিতে হবে ২.২৭ কোটি টাকা। ভাবুন কী মারাত্মক জালিয়াতি! এই জালিয়াতির কাগজে মহারাষ্ট্রের বনদফতর সম্মতিও দিয়ে দেয়। অবাক কাণ্ড! বিজেপির স্লোগান ছিল— না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা। কিন্তু প্রায় ২২৫ কোটির এই ঘোটালার টাকা কার ভাঁড়ারে গিয়ে জমা হল, প্রশ্ন উঠেছে। এবং এর জবাব দিতে পারছে না মহারাষ্ট্রের বনদফতর। তার কারণ, এত বড় ঘোটালা ঢাকার কোনও জায়গা নেই। সকলে এখন বুঝতে পারছেন বিজেপির জমানায় দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আদানিকে সামনে রেখে বিজেপির কালো কারনামা আরও কত রয়েছে, তার তদন্ত হলেই প্রকাশিত হবে।

e-mail থেকে চিঠি

এ-সব বাবাগিরি বাংলায় চলবে না

শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দুরা ঈশ্বরের অবতার বলেই মনে করেন। অথচ কৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রের মধ্যেও শুরু হয়েছে বিভাজনের চেষ্টা। একজনকে বড়ো করার জন্য অন্যজনকে ছোটো দেখানোর এই প্রয়াস কীসের স্বার্থে? প্রচারে ভেসে থাকার লোভ, নাকি নিজেকে বড় রামভক্ত প্রমাণ করে আরও কিছু বাগিয়ে নেওয়ার জন্যই বাগেশ্বর বাবার এহেন উক্তি! কোটি কোটি বাঙালির অবশ্য এখনও বিশ্বাস, 'যত মত তত পথ'। একই দেহে যিনি শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করে এই মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই রামকৃষ্ণ এই শিক্ষাই দিয়েছেন। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে জানতে চেয়েছিলেন, পরিবর্তন কেমন লাগছে? পালাবদলের কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রশ্ন করায় বাংলার মানুষ জবাব দেওয়ার জায়গায় ছিল না। তবে, অল্প সময়ের মধ্যেও একটা পরিবর্তন রাজ্যবাসীর নজর কেড়েছে। 'বাবা'দের দাপট বাড়ছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও টের পাওয়া গিয়েছে তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতি। দুর্গাপুজোয় কী খাবেন, সেটাও ঠিক করে দিচ্ছেন বাগেশ্বর বাবার মতো স্বঘোষিত ধর্মগুরুরা। দিক নির্দেশ করছেন 'বাবা'রা। বাগেশ্বর বাবা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কি না, সমাজের উন্নয়নে তাঁর কী অবদান, সেটা বাগেশ্বরধামের মানুষ ভালো বলতে পারবে। তবে, বাংলা বাগেশ্বর বাবাকে অলৌকিক ক্ষমতার জন্য নয়, চিনেছে দুর্গাপুজোয় নিরামিষ খাওয়ার নিদান দেওয়ায়। শুধু নিদান দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁর কথায়, দুর্গাপুজোর সময় যারা মাংস খাবে তারা 'পাখণ্ডী'। অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সময় যাঁরা আমিষ খাবেন তাঁরা বাবাজির চোখে 'ভণ্ড'। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে, বারবার বিতর্কিত মন্তব্য করে মানুষের নজর কেড়েছেন এই যুবক 'বাবা'। সরকার যখন 'হাম দো হামারা দো' নীতি নিয়ে জনবিস্ফোরণ ঠেকাতে চাইছে তখন তিনি হিন্দুদের চারটি সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি আরএসএসকে দেওয়ার পরামর্শ দেন। হিন্দুদের মিছিলে পাথর ছুঁড়লে তার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নিদান দেন। এই ধরনের মন্তব্য করে তিনি উগ্র হিন্দুদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তিনি সরাসরি হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেন। সেই জন্যই কি ধীরেন কৃষ্ণ গর্গের ক্যান্সার হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে পৌঁছে যান দেশের প্রধানমন্ত্রী?

— শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা সরণি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অদ্ভুত সহাবস্থানের নীতিহীন রাজনীতি

কেন ওই নীতিহীন গদ্দারদের পরিত্যাগ করে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা আঁকড়ে ধরেই এগোতে হবে, সেটা বুঝিয়ে দিলেন **তানিয়া রায়**

অদ্ভুত একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে। রাজ্যে বারবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বড় বড় দলগুলোর নেত্রী-নেতারা নির্বাচন ঘনিয়ে এলে যেমনিভাবে নিজেরা অতি-ধার্মিক বনে যাচ্ছেন তেমনই ধর্মপ্রাণ লোকজন, ধর্মীয় দলগুলোও তাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বর্তমানে ভালো তৃণমূল বলে প্রচারকারী গদ্দারদের প্রতি শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্যের পার্টি ও সরকারকে নিন্দুকেরা কত কী না বলছে, 'তামাশা', 'নাটক' ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার করছেন অনেকে। কিন্তু একটু ভিন্ন চোখে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে, এটি 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' একটি বিরল দৃষ্টান্ত। মান-অভিমান ভুলে, পুরোনো শত্রুতা ঝেড়ে ফেলে, আজীবন লালন করা (বা প্রচার করা) আদর্শকে পিঠের পিছনে রেখে বিশেষ স্বার্থে একাকার হয়ে যাওয়ার নজিরবিহীন ঘটনাও এটি। না হয় বিজেপির যে সিনিয়র নেতারা আগামী পাঁচ বছর কোনও পাত্তা পাবে না পার্টিতে সর্বজ্যেষ্ঠ হয়েও, অভিজ্ঞ হয়েও, বর্তমান দলীয় নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়ে যারা আগামী পাঁচ-পাঁচটি বছর অবজ্ঞার শিকার হতে চলেছেন, যাদের বিরুদ্ধে এতদিন লড়াই চলেছে তাদের, সেইসব নেতারাই এখন চরম বিতর্কিত, ভোট চোর মন্ত্রিসভার নতুন সদস্য হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আজীবন সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী নীতিতে চলা একটি সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অরাজনৈতিক বক্তব্যের ন্যাকামি আর নেই। কেউ প্রশ্ন তুললে এঁরা বলছেন 'রাজনীতি তো কোনও দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয় যে মন্ত্রিত্ব পেয়েও গ্রহণ করব না'— এভাবে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মূল আদর্শের বিষয়টি খোলাসা করে সমাজতন্ত্রের বিষয়ে এখনও ভুল চিন্তায় থাকা লোকদের কাছে অন্তত নিজ অবস্থান পরিষ্কার করেছেন।

একে চরম আত্মত্যাগ না বলে আর কী আখ্যা দেবেন?

সম্মানিত পাঠক! মাফ করবেন। আমার স্বভাববিরোধী লেখা পড়ে আপনাদের কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা চাইছি।

আমি বড়-ছোট কোনো রাজনীতিক বা কোনো দলকে খাটো করতে চাইনি। জীবনে রাজনীতি করা তো দূরে থাক, এটি যে কী জিনিস তা যে কবে বুঝে উঠব তা-ও অজানা। শুধু ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর এই রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের চরিত্র ইত্যাদির অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম মাত্র। এতে আমরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ পাই। যে সমাজ, যে দেশে আমরা বাস করছি তার ভবিষ্যৎ নিয়েও কিঞ্চিত ধারণা পাই। এভাবে যেমনি আমাদের ধৈর্যের সীমা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে তেমনই বেইমানির যুগে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সচেতন থেকে নিজেদের মান-মর্যাদা-অধিকার রক্ষার প্রতিও মনোযোগ দিতে পারব। ঈশ্বর



আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করুন। হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, পার্সি, নাস্তিক ও মুসলমানদের রক্ষা করুন। রাষ্ট্রের কর্তা-কর্ত্রীদের সুমতি দিন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা ও ফিরে আসার লড়াইয়ে তাঁরা দেশ ও জনগণের কথাও যেন একবার ভেবে দেখবেন।

বিগত কয়েক দশকে শুধু এ রাজ্যের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে চোখ রাখলে, মহিলা-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি, বিরোধীদের প্রতি বিভিন্ন দলের নেতাদের কুৎসিত মন্তব্যের তালিকা খুব ছোট হবে না। রাজ্যের বাম সরকার থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রী নানা সময় বিরোধী নেতাদের লক্ষ্য করে কুকথা বলতে ছাড়েননি। নব্বই সালে বাসভাড়া বিরোধী আন্দোলনের ময়দানে এসইউসিআই(সি) কর্মী ১৮ বছরের মাধাই হালদারের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ যখন পড়ে আছে, তখন 'নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করে দিলাম' বলে চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ২০১১-তে সিপিএম নেতা অনিল বসু তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আজকের দিলীপ ঘোষের সুরেই নোংরা ইঙ্গিত করেছিলেন। পরে তিনি ক্ষমা চান, যেমন এই ভোটের বাজারে দিলীপ ঘোষকে লোকদেখানো তিরস্কার করতে বাধ্য হয়েছে তাঁর দল। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার, কোনও কথা মুখ থেকে বেরোনোর আগে তৈরি হয় মনে। যে-মন মহিলাদের সম্পর্কে এমন অশালীন কথা ভাবতে পারে, বিরোধীদের জব্দ করার জন্য যে কোনও অন্যায়কে যে মন মান্যতা দেয়, ক্ষমা চাওয়া বা দুঃখপ্রকাশ দিয়ে তার পচন আড়াল করা যাবে কি? যে রাজনীতি এমন মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, তার কদর্যতাও তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। আর বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেই ভয়টাই বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে নারী নির্যাতনের জোয়ার বইছে।

এক সময় সমাজের সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল মানুষেরা রাজনীতিতে আসতেন। ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, গান্ধীজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস— এঁরা ছিলেন দেশের রাজনৈতিক চরিত্র। মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও রাজনীতিতে সেদিন একটা সৌজন্য-সহবতের জায়গা ছিল, রাজনীতির মানুষরা ছিলেন সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। পরবর্তীকালে ব্রিটিশের জায়গায় ক্ষমতা দখল করল দেশের পুঁজিমালিকরা। ক্ষমতায় বসা রাজনৈতিক দলগুলো বছরের পর বছর গদিতে বসে দেশসেবার নামে এই পুঁজির দাসত্বই করে যাচ্ছে। এই পুঁজির শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখার পথে প্রধান অন্তরায় হল মানুষের মনুষ্যত্ব, যুক্তিবোধ, উন্নত সংস্কৃতি, প্রতিবাদ করার মানসিকতা। তাই বিজেপির মতো ভোটসর্বস্ব ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করা দলের অভ্যন্তরে রুচি সংস্কৃতি, নীতি আদর্শের বালাই একেবারে উঠে গেছে। সমাজ পরিসরে এবং রাজনীতিতে আজ মূল্যবোধের এক বিরাট শূন্যতা, নৈতিকতার ধস।

জোড়া ফুল প্রতীকে ভোটে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেখিয়ে বিজেপি বিরোধী ভোটারদের ভোট পেয়ে জিতে, বিজেপিকে মদত দেওয়া অথবা এনডিএ-র শরিক হওয়া সেই মূল্যবোধ শূন্য ধসে যাওয়া মূল্যবোধের ছবি বই অন্য কিছু নয়।

কোনও রাজনৈতিক আদর্শ সত্যিই উন্নত কিনা, মহৎ কিনা তা চেনা যায় ওই রাজনীতির সাথে যুক্ত মানুষগুলোর নৈতিক চরিত্র, রুচি-সংস্কৃতির উন্নত মান দিয়ে। রাজনীতি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, সরকার বিরোধী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শিক্ষা বুকে নিয়েই আদর্শ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের গড়ে ওঠা। এই দলের কর্মীদের নিষ্ঠা, সততা, রুচিবোধ দেখে মানুষ বিস্মিত হবেন, ভালোবাসবেন। এটাই প্রত্যাশিত।

অনেকে অবশ্য হতাশার সুরে বলেন, 'আপনারা ঠিকই বলছেন, তবে এখন দিন বদলে গেছে, আজকাল আর নীতি-আদর্শের কথা মানুষ শুনতে চায় না।' দিনকাল কেন বা কীভাবে এমন বদলে গেল, রাজনীতির মূল স্রোত থেকে নীতি আদর্শের চর্চা কেন হারিয়ে গেল, জীবন-যুদ্ধে জেরবার মানুষ অতশত ভেবে দেখেন না। আর এই ভেবে না দেখার মাশুল সাধারণ মানুষকেই চোকাতে হয়, বারবার হতাশ, বীতশ্রদ্ধ হতে হয়। রাজনীতি খারাপ এই দোহাই দিয়ে যারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান, তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা, নীরবতাও পরোক্ষে এই নীতিহীন রাজনীতির বাড়বাড়ন্তকেই প্রশ্রয় দেয়। তাই আজ যারা রাজনীতিতে সৌজন্য, রুচিবোধ, সুস্থতা সত্যিই দেখতে চান, তাঁদের বুঝতে হবে, শুধু বিজেপি আর বালিশ চাটনব্রতদের নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়। মূল্যবোধ-আদর্শের এই সংকটের যুগে, কলুষিত রাজনীতির ভিড়ে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো একমাত্র যে দলটি নীতি-আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পতাকা বহন করে গণ-আন্দোলনের ময়দানে লড়ছে, সেই মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস দলের জনকল্যাণমুখী রাজনীতিকে শক্তিশালী করাই একমাত্র পথ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাবার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, শারীরিক নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ এক তরুণী। নদিয়ার ধানতলার ঘটনা। অভিযোগ পেয়ে বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ









প্রতিহিংসার নজির। পুলিশি তলব পেয়ে শনিবার ভবানীপুর থানায় হাজিরা দেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ঘিরে ছিল সমর্থকেদের ভিড়।

এসআইআর : হিয়ারিংয়ের লাইনে হয়রানি, ভোগান্তি আবেদনকারীদের

সংবাদদাতা, বসিরহাট: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতায় নাগরিকত্বের আবেদনের পর এবার হিয়ারিংকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও ভোগান্তির চিত্র ধরা পড়ল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। আবেদনকারীদের দাবি, বাংলাদেশ থেকে এ-দেশে আসার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের অনেকেরই নাম নেই। আর সেই পুরনো তালিকার নথি পেশ করা নিয়েই প্রশাসনিক দফতরের সামনে তৈরি হয়েছে দীর্ঘ লাইন, যার জেরে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকা এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের বিষয়টি সামনে এসেছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা বেশ কয়েকজন আবেদনকারী সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

একদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকা নিয়ে উদ্বেগ, অন্যদিকে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রত্যাশা। সব মিলিয়ে বসিরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে হিয়ারিং ঘিরে সীমান্তবর্তী এলাকায় নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। কারা সিএএ-র শর্ত পূরণ করছেন, কার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে এবং নথি যাচাইয়ের পর কতজন নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পাবেন, এখন সেদিকেই নজর। লাইনে দাঁড়ানো একাধিক আবেদনকারীর কথায়, আমরা নিয়ম মেনে অনলাইনে আবেদন করেছিলাম। এখন হিয়ারিংয়ের নামে ডেকে এমন সব পুরনো নথি চাওয়া হচ্ছে, যা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। দূরদূরান্ত থেকে আসা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

বাজির শব্দে ঘরছাড়া বুলটি

সংবাদদাতা, হাওড়া: ঘরের বাইরে তখন বিকট বাজির শব্দ। সেই আতঙ্কেই কি ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল বুলটি? প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও আদরের পোষ্যের কোনও খোঁজ না পেয়ে এখন রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার লাগাচ্ছেন হাওড়ার চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা শ্রেয়সী ভট্টাচার্য। তাঁর প্রিয় সারমেয়টির সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রেয়সীর বাড়িতে পরিবারের সদস্যের মতো থাকত ১৪ বছরের বুলটি। গত ৭ নভেম্বর সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটে। সে সময় বাড়িতে ছিলেন না শ্রেয়সী। এই সময়েই বাইরে বেরিয়েছিল তাঁর ১৪ বছরের পোষ্য দেশি সারমেয়টি। আর তখনই আচমকা বাজির তীব্র শব্দে ভয় পেয়ে কোথাও চলে যায় সে। বাড়ি ফিরে শ্রেয়সী দেখেন, দুই পোষ্যের মধ্যে একটি থাকলেও অন্যটির কোনও খোঁজ নেই। কালো ও হালকা বাদামি রঙের কুকুরটির পায়ে সাদা পাঞ্জা। বয়সের ভারে এমনিতেই দুর্বল সে। পোষ্যের বিবরণ-সহ নিজের ফোন নম্বর দিয়ে একাধিক পোস্টার তিনি লাগিয়েছেন ভট্টাচার্যপাড়া, চৌধুরীপাড়া, রামরাজাতলা, ষষ্ঠীতলা, পল্লবপুকুর-সহ হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে খোঁজ চালানোর পাশাপাশি স্থানীয় থানাতেও জানিয়েছেন শ্রেয়সী। তাঁর আক্ষেপ, শব্দবাজির দাপটে অবলা প্রাণীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সামনেই বিজেপির ২ গোষ্ঠীর হাতাহাতি



প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সামনেই বিজেপির দুই গোষ্ঠীর হাতাহাতি। ঝরল রক্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে আদি-নব্য গোষ্ঠীকোন্দল ফের প্রকাশ্যে। ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে কাশীপুরের ইন্দিরা ঘাটে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। কে সুকান্ত মজুমদারকে ঘাট পরিদর্শন করাবেন, তা নিয়েই বিবাদের সূত্রপাত। ক্রমে সেই বিবাদ গড়ায় হাতাহাতিতে। প্রকাশ্যে আসা ছবিতে এক কর্মীর কলার ধরে কয়েক জনকে মারধর করতেও দেখা গিয়েছে। নিতান্তই বালখিল্য আচরণ। হাতাহাতির ঘটনায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে তৃণমূল মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষের। বলেন, ভালোই হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর থেকে ব্যাপারটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে চলে গেল। চিকিৎসার দিকে চলে গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গেল, নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করল। মাথা ফেটে গেল। এবার তাদের দেখতে যাবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে গিয়ে যদি আরও মারামারি করেন তাহলে আবার পুলিশমন্ত্রী যাবেন। বিজেপির অন্দরের সমীকরণটা মাত্র ছয় মাসে জটিল হয়ে গিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হাজার ফুটের মধ্যে মদ-দোকান নয়

প্রতিবেদন : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হাজার ফুটের মধ্যে মদের দোকান করা যাবে না। সম্প্রতি একটি মামলার রায়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করতে হবে। মদের দোকান করা যাবে না অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে। মদের দোকানের মালিকের আবেদন খারিজ করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।

হুগলি জেলার সারাই তিনার গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনার মৌজায় ভাড়া বাড়িতে একটি বিদেশি মদের দোকান চালাতেন আবেদনকারী। পরে নিজের জমিতে দোকানটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের আবগারি দফতরের কাছে আবেদন জানান তিনি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেয় দফতর। এর পরেই আদালতের দ্বারস্থ হন ওই দোকানের মালিক। তাঁর যুক্তি ছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের



নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাই ওই কেন্দ্রের উপস্থিতিকে মদের দোকান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখানো উচিত নয়। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধির পরিপ্রেক্ষিতে এই কেন্দ্রগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় বিবেচনা করা যায়। ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ আবগারি বিধির অষ্টম নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মদের দোকান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। আদালতের বক্তব্য, সেই বিধি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক হাজার ফুটের মধ্যে মদের দোকান স্থানান্তর করা যাবে না। এর আগে ২০২৩ সালের ৫ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনকারীর আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন ওই দোকানের মালিক। শেষ পর্যন্ত একক বিচারপতির রায়ই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্য
15 November, 2026 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজয়া সম্মিলনীর চাঁদা না পেয়ে কুড়ুলের কোপ! গুরুতর জখম এক। নাম অনুপ তালুকদার। হাবড়ার কাশিমপুরের ঘটনা। ঘটনায় গ্রেফতার তিনজন

ট্রলারের ধাক্কায় নৌকাডুবি উদ্ধার এক মৎস্যজীবীর দেহ

সংবাদদাতা, কুলতলি : পেটের তাগিদে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কুলতলির এক মৎস্যজীবী। একটি দ্রুতগতির ট্রলারের ধাক্কায় মাছ ধরার ছোট নৌকাটি উল্টে গেলে নদীতে তলিয়ে যান তিনি। রাতে নদীতে নৌকায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। জলে পড়ে প্রাণ হারান সামসুদ্দিন লস্কর নামে ওই মৎস্যজীবী। ঘটনায় শোকের ছায়া কুলতলির পূর্ব গোপালগঞ্জ এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুলতলির পূর্ব গোপালগঞ্জের বাসিন্দা সামসুদ্দিন লস্কর চার সঙ্গীকে নিয়ে মাছ ধরতে সুন্দরবনের কালিবেরা জঙ্গল সংলগ্ন বিদ্যাধরী নদীতে যান। সারাদিন মাছ ধরার পর রাতে নৌকাতেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় আচমকাই একটি ট্রলার তাঁদের নৌকায় ধাক্কা মারে। নদীতে পড়ে যান জাহাঙ্গির মোল্লা, শাহজাহান মোল্লা, হাফিজুল মোল্লা ও সামসুদ্দিন লস্কর। তিন সঙ্গী কোনওরকমে সাঁতরে নদীর পাড়ে উঠতে সক্ষম হলেও নিখোঁজ হয়ে যান সামসুদ্দিন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজে নামে মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ নদীতে তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে সামসুদ্দিন লস্করকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে জয়নগর-কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সাঁকরাইলে ফের অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি পরিয়ে, খালি পায়ে প্রকাশ্যে ঘোরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, হাওড়া : রাজ্যে ফের অপরাধীকে কোমরে দড়ি বেঁধে, খালি পায়ে ঘোরাল পুলিশ। কঠোর শাস্তির নামে স্রেফ আইওয়াশ। গত দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা বেড়েছে। পাঁচলার একটি মোবাইলের দোকান, ডোমজুড়ের একটি সোনার দোকনেও চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

হাওড়ার সাঁকরাইলে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতিতে ধৃত ৭ জনকে কোমরে দড়ি বেঁধে খালি পায়ে এলাকায় ঘোরায় পুলিশ। প্রকাশ্যে তাদের এইভাবে এলাকায় ঘোরানোর পর ঘটনাস্থলে তাদের নিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করায় পুলিশ। শনিবার এই ঘটনা চাক্ষুষ করতে ভিড় জমে যায়। বিজেপির বাংলায় বাড়ছে দুষ্কৃতিরাজের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে গত পাঁচ



মাসে। গত ৪ নভেম্বর হাওড়ার সাঁকরাইলের একটি জুয়েলারি দোকান থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার সোনা ও রূপোর গয়না লুট করে চম্পট দিয়েছিল ধৃতরা। তদন্তে বিহারের পাটনা থেকে অভিযুক্ত ওই সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে শুরু করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় লুট হওয়া সমস্ত গয়নাগাটি। এই ঘটনায় গ্রেফতারির পর ধৃতদের নিয়ে এলাকায় ঘোরায় পুলিশ। পরপর এনকাউন্টার, অপরাধীদের কোমড়ে দড়ি পরে ঘোরানোর পরও রাজ্যে খুন, ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণের মতো ঘটনা কমছে না।

বিজেপি বাঙালি-বিরোধী

(প্রথম পাতার পর) সরকার পুলিশকর্মীদের বসার জন্য ক্যাম্প বানিয়েছিল, দুটো আউট পোস্ট ছিল সেটা ভেঙেছে। একটা শহিদ বেদি ছিল সেটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূল সাংসদের অনুরোধ, এই ফুটপাথের উপর প্রচুর মানুষ রয়েছেন যাঁরা এখানে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সাধারণ, গরিব মানুষদের পেটে যেন আঘাত না পড়ে। তাঁদের উপর বুলডোজার চালাবেন না। প্রতিশোধ নিতে হলে আমার বাড়ির ওপর বুলডোজার চালান।

অভিষেক বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা রাজনৈতিক ভাবে লড়তে পারছেন না। তাই কখনও বুলডোজার, কখনও ইডি-সিবিআই, কখনও মিথ্যে মামলা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। যতবার আমাকে ডাকা হয়েছে আমি ততবার হাজিরা দিয়েছি। কিন্তু গত পাঁচ বছরে কেউ দেখেছে, নারদায় টাকা নেওয়ার জন্য একবারও শুভেন্দু অধিকারীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে? তৃণমূল সাংসদ দৃঢ়ভাবে বলেন, গত ছয় মাসে রাজ্যে সরকার বদলের পর এবং গত সাতবছরে ইডি-সিবিআইয়ের কাছে একাধিকবার গেছি। কোনও তদন্ত এড়িয়ে যাইনি। ভবিষ্যতেও ডাকলে যাব। সবরকম সহযোগিতা করব।

তৃণমূল সাংসদ সাংবাদিকদের বলেন, ওরা ভাবছে পুলিশ দিয়ে, বুলডোজার চালিয়ে ভয় দেখাবে। কিন্তু আমি এতে ভয় পাওয়ার পাত্র নই। আপনাদের যত শক্তি আছে তা ব্যবহার করুন, আমাকে জেলে পুরে দিন, গলা টিপে দিন, তাও কারওর সামনে মাথা ঝোঁকাব না। গিরিশ পার্ক থানা থেকে নোটিশ পেয়েছি, ২০ তারিখ ডাকা হয়েছে। আমি যাব, কোনও অসুবিধা নেই।

অভিষেকের ভবানীপুর থানায় হাজিরা প্রসঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কথায় কথায় এফআইআর করে ডেকে পাঠানো হচ্ছে, তাতে বোঝা যায় বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের ভয় পায়, তাঁদের ব্যস্ত রাখার জন্য প্রতিহংসাপরায়ণ হয়ে মামলা করছে, নোটিশ পাঠাচ্ছে। সারা বাংলা জুড়েই সেটা করা হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তারা একই জিনিস চালাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের হয়রান করার জন্য নানারকম ধারায় মামলা সাজানো হচ্ছে। অথচ চোরবাগানে এত মানুষের মৃত্যু হল, সেখানে তো কমিটির কোনও মাথাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না! অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যারা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাতে গিয়েছিল, উল্টে তাদের বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়েছে! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে অথচ বিজেপি'র কেউ খারাপ মন্তব্য করলে তাদের কোনও নোটিশ পাঠানো হয় না।

রিপোর্ট তলব মানবাধিকার কমিশনের

প্রতিবেদন : স্বামীর নিরাপত্তা এবং জীবন নিয়ে তীব্র আতঙ্ক ও উদ্বেগে রয়েছেন মমতা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের স্ত্রী সুস্মিতা ঘোষ। কালীতলা আশুতি থানার একটি মামলার ধৃত অভিযুক্ত সুমিতের উপর হেফাজতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং তাঁকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলার আশঙ্কার কথা জানিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর স্ত্রী। এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসেছে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপারকে কড়া নির্দেশিকা পাঠানোর পাশাপাশি এক সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন। পাশাপাশি উস্থি এবং কালীতলা থানার কাছেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

সিট গঠনের নির্দেশ

প্রতিবেদন: রাজ্যের বিএড এবং ডিএলএড কলেজগুলির পঠনপাঠন ও পরিকাঠামো নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, এই কলেজগুলিতে আদতে কোনও পড়াশোনাই হয় না, এগুলি স্রেফ 'টাকা ছাপানোর মেশিনে' পরিণত হয়েছে। কলেজগুলির অনিয়ম ও পরিকাঠামোর ঘাটতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিল আদালত।

স্কুলের পোশাকেও

(প্রথম পাতার পর) দলের কাছে স্কুলের ঐতিহ্যবাহী পোশাক মুছে দেওয়া তো সামান্য ব্যাপার!

ইউনিফর্ম বহন করে সেই স্কুলের পরম্পরা, প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্মৃতি, শৃঙ্খলা আর গর্ব। পোর্টালের এক ক্লিকে সেই ঐতিহ্যকে মুছে ফেলে সেখানেও নিজেদের নখ দাঁত বসাতে চাইছে বিজেপি সরকার। মিড-ডে মিল, শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামো— সব ফেলে এখন সরকারের মন পড়ে আছে জামার রঙে। এটি প্রশাসনের অপরিকল্পিত বা 'তুঘলকি' পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেড মিস্ট্রেসেস-এর মতো শিক্ষক সংগঠনের মতে, পোর্টালে নির্দিষ্ট কয়েকটি রঙের বাইরেও স্কুলগুলির নিজস্ব নকশা বা একাধিক রঙের সমন্বয় লেখার আলাদা বিকল্প রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের দাবি, দ্রুত পোর্টাল সংশোধন না করা হলে বহু স্কুলকে বাধ্য হয়ে তাদের দীর্ঘদিনের চেনা ইউনিফর্ম বদলে ফেলতে হবে।

ফের কমিশনের মিথ্যাচার

(প্রথম পাতার পর) এখানে ১৯১৪ জন 'বিচারাধীন' অবস্থায় রয়েছে, কারণ তাঁদের মামলাগুলোর বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (জুডিশিয়াল রিভিউ) হয়নি। উল্লেখ্য, এই ১,৯১৪ জনের সবাই মুসলিম। ৯ এপ্রিল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত এবং 'দ্য ওয়্যার'-এর হাতে আসা ওই বুথগুলোর ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সেখানে ১,৯১৪ জনের নাম 'বিচারাধীন' হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে এবং বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের মাধ্যমে কারও নাম বাদ দেওয়া বা চূড়ান্ত করা হয়নি।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যাটি আরও অনেক কম। ১২ এবং ২৯ অক্টোবরের স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর কলকাতা হাইকোর্টকে জানিয়েছিল, সমগ্র বাংলায় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের দ্বারা নিষ্পত্তি না হওয়া মামলার সংখ্যা মাত্র ৮১৫টি। অথচ কেবল মহাদেবনগরের তিনটি ভোটকেন্দ্রেই এই সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি মামলা রয়েছে। এই ভোটারদের সরকারি হিসাব প্রতিটি পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে। 'দ্য ওয়্যার'-এর হাতে আসা ২০২৬ সালের ৯ এপ্রিল বিকেল ৫টা ৫২ মিনিটে নথিভুক্ত 'ইসিনেট' ফাইল থেকে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব 'বিচারাধীন ব্যক্তি' সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে— এপ্রিলে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা শেষ হওয়ার সময় ২২,১৬৩ জন ভোটারের মামলার নিষ্পত্তি বিচারকেরা করেননি এবং আরও ৮৩,৫০৪টি মামলার নিষ্পত্তি হলেও সেগুলিতে স্বাক্ষর করা হয়নি।

রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৬৭টি আসনে এখনও মামলা অমীমাংসিত রয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি, অর্থাৎ ১২,৩৩৭টি মামলা ছিল মুর্শিদাবাদে। পূর্ব বর্ধমানে ছিল ৫,১৯৪টি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ছিল ৩,৩৭৪টি। খণ্ডঘোষে নির্বাচনী এলাকার প্রতি আটটি বিচারাধীন মামলার মধ্যে একটিরও নিষ্পত্তি বিচারকেরা এখনও করেননি। জলঙ্গিতে প্রতি দশটির মধ্যে একটির নিষ্পত্তি হয়নি।

অমীমাংসিত এই অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে, যেখানে ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হয়। এপ্রিল মাসে যখন ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছিল, তখন নন্দীগ্রামে ২৫৬টি অমীমাংসিত মামলা ছিল। এর মধ্যে একটির সিদ্ধান্ত হয়নি এবং ২৫৫টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে, নিষ্পত্তি হওয়া ২৫৫টি মামলার স্ট্যাটাসে কোনও বিচারকের ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর (ই-সাইন) ছিল না। এই ২৫৫ জনের মধ্যে ১৭৭ জনই ছিলেন এমন ভোটার, যাঁদের বিচারক ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। রেজিনগরে এমন পাঁচটি মামলা ছিল, যার সবক'টিতেই নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা স্বাক্ষরের অপেক্ষায় ছিল।

মোদির 'বন্ধু'র নয়া জালিয়াতি

(প্রথম পাতার পর) তালুকার নিভাদে, তোন্দোশি, কালাম্বে ও জালু, এই চারটি গ্রামের ১৫০.৭৪ হেক্টর নন-ফরেস্ট ল্যান্ডে তারালা বাঁধের জলাধারের ওপর ১,৫০০ মেগাওয়াটের পাম্পড স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলছে আদানি গ্রিন এনার্জি। প্রকল্প এলাকাটি সহ্যাদ্রি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত কয়না বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের 'ডিমড ইকো-সেন্সিটিভ জোন'-এর মধ্যে। এই সংবেদনশীল এলাকায় বেসরকারি সংস্থা প্রকল্প গড়লে বন্যপ্রাণ ও অরণ্য সংরক্ষণের স্বার্থে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ জমা দিতে হয়।

২০২৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক সুপারিশপত্রে প্রকল্পের মোট ব্যয় উল্লেখ করেছিল ৫,৬৭৫ কোটি টাকা। সেই হিসাব মেনেই প্রকল্প ব্যয়ের ৪ শতাংশ অর্থাৎ ২২৭ কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় আদানি গোষ্ঠীকে। সেইসঙ্গে বাকি ১৪টি শর্ত পূরণের হলফনামা জমা দিতেও বলা হয়।

এরপরই গত ৮ সেপ্টেম্বর নতুন হলফনামায় প্রকল্পের খরচ ১০০ গুণ কমিয়ে ৫৬.৭৫ কোটি টাকা ধরার আবেদন জানানো হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, গত ১২ অক্টোবর প্রধান মুখ্য বনপালের দফতর সেই হলফনামা মেনে নেয়। সংশোধিত খরচ অনুযায়ী সংরক্ষণের ৪ শতাংশ অর্থ কমে দাঁড়ায় প্রায় ২.২৭৫ কোটি টাকায়। এর মধ্যে ১ শতাংশ বা ৫৬.৭৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে সহ্যাদ্রি ব্যাঘ্র প্রকল্পের তহবিলে জমাও দেয় সংস্থাটি। এরপর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর 'আপলে সরকার' পোর্টালে লিখিত অভিযোগ করা হয়, প্রকল্পের ভুয়ো খরচ দেখিয়ে সংস্থাটিকে প্রায় ২২৫ কোটি টাকার অনৈতিক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৫ নভেম্বর কয়না বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের ডেপুটি ডিরেক্টরকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। দাবি উঠেছে, অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার। এরপরই শুরু হয়েছে পারস্পরিক দায় এড়ানোর খেলা। আর আদানি গোষ্ঠীর মুখপাত্র সুচতুর এড়িয়ে যান বিষয়টি। খরচ কমানোর বিষয়ে মুখে কুলুপ আঁটেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

15 November, 2026 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৫ নভেম্বর ২০২৬
রবিবার

বেপরোয়া ওভারটেকিং করতে গিয়ে সরকারি বাস ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই টোটোকে! উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে, শনিবার রাতে। টোটোচালক-সহ ছ-জন গুরুতর আহত হয়েছেন

তোলাবাজির অভিযোগ
মতিবুর বললেন প্রতিহিংসা

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ না ছাড়ায় তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কুৎসা শুরু করেছে বিজেপি তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করতে। তাঁর নামে তোলাবাজির অভিযোগও এনেছে। ঘটনায় প্রতিক্রিয়া মতিবুরের প্রতিক্রিয়া ছিল, আমার এতটা খারাপ দিন আসেনি যে তোলাবাজি করতে হবে। তাঁর দাবি, বিহারের দিল্লি দেওয়ানগঞ্জ থেকে ভালুকা পর্যন্ত ফুলহর নদী সংলগ্ন বাঁধের রাস্তা দুর্বল হওয়ায় সেখানে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ। রাতের অন্ধকারে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভারী গাড়ি ও লরির মাধ্যমে মদ পাচার হচ্ছিল। সেই বেআইনি পাচার রুখতে ও নজরদারির জন্য তিনি নিজের অনুগামীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। লরি আটকে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে উল্টে অভিযোগকারীদেরই গ্রেফতার করে! মতিবুরের অভিযোগ, লরিগুলোতে মদপাচার হচ্ছিল। সেটা আটকে দিতেই পুলিশ তাঁর অনুগামীদের গ্রেফতার করে হেনস্থা করতে চাইছে। সেই সঙ্গে তাঁর নামে তোলাবাজির অভিযোগ করে তাঁর ভাবমূর্তিও নষ্ট করতে চাইছে। আসলে বিজেপি এবং পুলিশ চাপ দিয়ে তাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির থেকে বালিশ শিবিরে নিয়ে যেতে চাইছে। তিনি অস্বীকার করাতেই এ ধরনের প্রতিহিংসা মূলক কাজকর্ম শুরু করেছে।



অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে সরব বিধায়ক মতিবুর।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমান মুখোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু

দেহ উদ্ধার হয়েছে ৪ দিন এখনও কারণ অজানা



প্রতিবেদন : দেহ উদ্ধার হয়েছে চারদিন হয়ে গেল। তারপরেও কালিম্পংয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃত্যুর কারণ জানা গেল না। যা নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ ডিএমডিসি শ্রীমান মুখোপাধ্যায়ের পরিবার। ২০১৫ ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস ছিলেন শ্রীমান এবং রাজ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার করেন।

গত বুধবার তিস্তা নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু দেহ উদ্ধারের চারদিন কেটে গেলেও মৃত্যুরহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। ছয়দিন নিখোঁজ থাকার পর কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই বলেন, নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছিল। বুধবার দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

গত ৫ নভেম্বর থেকে ৪৩ বছর বয়সি ওই ডব্লিউবিসিএস অফিসারের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সহকর্মীরা ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে কালিম্পংয়ে তাঁর সরকারি আবাসনে যান। সেখানে তাঁকে না পেলেও তাঁর মোবাইল ফোনটি পড়ে থাকতে দেখেন। তারপরই সন্দেহ হয় সহকর্মীদের। পুলিশকে জানানো হয়। টানা ছয়দিন তল্লাশির পর ১১ নভেম্বর, বুধবার তিস্তা থেকে ওঁর পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে শ্রীমানের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা এসে দেহটি শনাক্ত করেন। ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা স্পষ্ট নয়। খুন না আত্মহত্যা তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। শ্রীমান কর্মজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ অফিসার হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। একজন পদস্থ সরকারি আধিকারিক নিখোঁজ হওয়ার পর খুঁজে পেতে কেন এত সময় লাগল, তা নিয়ে সিভিল সার্ভিস মহলে প্রশ্ন উঠেছে। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। যদিও জেলা প্রশাসনের দাবি, তাঁকে খুঁজে বের করতে সব রকম চেষ্টা করা হয়েছিল।

প্রশাসন উদাসীন, ছটপুজোর জায়গা বদলে বিভ্রান্তি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ছটপুজোর ঠিক মুখে ঘাট পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তীব্র বিভ্রান্তি ছড়াল রায়গঞ্জ শহরে। তিন বছর ধরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের পুকুরে ছটপুজোর আয়োজন ও মেলা বসলেও এবার সেটি সংস্কারের অভাবে কচুরিপানা ও আবর্জনায় ভরে। শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুর প্রশাসন রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের ভেতরের পুকুরে ছটপুজোর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও, তা নিয়ে সাধারণ মানুষ ও ছটব্রতীদের মধ্যে প্রশ্ন ও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

শহরের অপর প্রান্তে বসবাসকারী যেসব ছটব্রতী ভিড় এড়িয়ে বা দূরত্বের কারণে কুলিক নদীর ঘাটে যেতে পারেন না, মূলত তাঁদের সুবিধার্থেই রায়গঞ্জ



ইউনিভার্সিটির পুকুরে পুজোর ব্যবস্থা করা হত। আগে তৃণমূল পুরবোর্ড পুজোর অন্তত দশদিন আগেই পুকুর পরিষ্কার করে ফেলত। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর পুরসভার একাধিক নাগরিক পরিষেবাই মিলছে না। ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ছটপুজো চলে এলেও এবার পুরসভার তরফে ইউনিভার্সিটির পুকুরটি সংস্কার করা হয়নি। ফলে সেটি ব্যবহারের অযোগ্য। শেষ মুহূর্তে 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করতে পলিটেকনিক কলেজের ভেতরের একটি বড় পুকুর সংস্কারের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। এত কম সময়ে পুকুরটি ছটব্রতীদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

নতুন স্থানবদল নিয়ে সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত। পলিটেকনিক কলেজে নিরাপত্তারক্ষীদের বেষ্টনী পেরিয়ে অবাধ যাতায়াত কতটা সহজ হবে, তা নিয়েই চিন্তিত সবাই। পাশাপাশি, ঘাট পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কথা পুরসভার তরফে এখনও এলাকায় প্রচার করা হয়নি।

নির্বিষ ভেবে সাপ ধরে খেলা দেখাতে গিয়ে ছোবল খেল ছাত্র!



সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রশিক্ষণ ছাড়াই ধানখেতে কাজ করার সময় একটি সাপ ধরে খেলা দেখাতে গিয়ে খেসারত দিতে হল এক তরুণকে। সাপের ছোবলে অসুস্থ হয়ে বর্তমানে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। কিশোর জানায়, আর কোনওদিন এমন বোকামি করবে না। শনিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্তাপাড়া এলাকায়।

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রমণী রায় নিজের ধানখেতে কাজ করছিল। সেখানে একটা সাপ দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশত হাত দিয়ে ধরে ফেলে। শুধু তাই নয় তাকে নির্বিষ ভেবে খেলা দেখানোর চেষ্টা করে। তখনই সাপটি ছোবল মারে। আহত অবস্থাতেই সাপটিকে বস্তাবন্দি করে। পরিবারের লোকজন দ্রুত ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন রমণী।

শিলিগুড়িতে সাড়ম্বরে রসগোল্লা দিবস উদযাপন

প্রতিবেদন : বাংলা মানেই রসগোল্লা। গোটা পৃথিবী রসগোল্লা ও বাঙালিকে এক করে চেনে। একে নিয়ে কত গান বাঁধা হয়েছে, এমনকী 'আমি কলকাতার রসগোল্লা' নামে ছবিও হয়েছে। বাঙালির সেই প্রিয়তম মিষ্টি জিআই তকমা আদায় করেছে। ঐতিহ্যবাহী রসগোল্লার সেই ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই স্বীকৃতির দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে শিলিগুড়িতে মহাধুমধাম করে পালিত হল রসগোল্লা দিবস। শিলিগুড়ির সেবক মোড়ে এই উপলক্ষে আয়োজিত হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে পথচলতি সাধারণ মানুষকেও রসগোল্লা খাইয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। জানা গিয়েছে, প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি রসগোল্লা বিতরণ করা হয়েছে সাধারণের মধ্যে। শিলিগুড়ি সুইটস শপওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই রসগোল্লা দিবস উদযাপনের আয়োজন করেছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। তিনি নিজে রসগোল্লা চাখার পাশাপাশি সাধারণের মধ্যে রসগোল্লা বিলিও করেন। পর্যটনের সঙ্গে রাজ্যের খাদ্যসংস্কৃতিকে জুড়ে দেওয়ার বার্তাও দেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ও পর্যটন হাবগুলিতে রসগোল্লা এবং অন্য ঐতিহ্যবাহী খাবার পর্যটকদের কাছে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পর্যটন দফতর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জীব বণিক জানান, বাংলার রসগোল্লার জিআই স্বীকৃতির সম্মান উদযাপন এবং এই মিষ্টির গৌরব মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে তাঁদের পক্ষ থেকে শিঙাড়া উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

প্রিয় মিষ্টি অযাচিতভাবে পেয়ে সাধারণ মানুষ দারুণ খুশি। তাঁরা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেছেন রসগোল্লা বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে। যত নতুন নতুন মিষ্টিই বাজারে আসুক না কেন রসগোল্লার জায়গা কেউ নিতে পারবে না।



আমার বাংলা
15 November, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



দেদার তোলাবাজি বিজেপি কর্মীর চাপে পড়ে গ্রেফতার করল পুলিশ

সংবাদদাতা, হরিহরপাড়া: শাসক দল ঘনিষ্ঠ ও পুলিশের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রভাব খাটিয়ে তোলাবাজি করছিলেন দেদার। অবশেষে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী। তার বিরুদ্ধে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে চাপে পড়ে পুলিশ তাকে একপ্রকার ধরতে বাধ্য হল। ধৃত যুবকের নাম রিপুল শেখ। বাড়ি হরিহরপাড়া থানার কেশাই পুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিন কয়েক আগে হরিহরপাড়া থানার ডুবোপাড়া এলাকার দুই প্রতিবেশীর মধ্যে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। সেই বিবাদ দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাও হয়ে যায়। যার ভূমিকায় ছিলেন রিপুল শেখ। জানা গিয়েছে, রিপুল শেখ বিবাদমান এক



আদালতের পথে ধৃত বিজেপি কর্মী।

পক্ষের কাছ থেকে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা এবং বড় কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ১৫ হাজার টাকা তোলা তোলেন। ফোনপে-র মাধ্যমে সেই টাকা রিপুল শেখকে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ডুবো পাড়া এলাকার ভুক্তভোগী অজয় মণ্ডল হরিহর পাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ রিপুল শেখকে গ্রেফতার করে। শনিবার সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে অভিযুক্তকে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। ওই যুবক আর কারও কাছ থেকে টাকা তুলেছে কিনা সে-বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে ওই ঘটনায় তুমুল অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা বিজেপি। দলীয় কর্মীর এহেন কাজে জড়ানোয় শাসকদলের অন্দরে তরজা শুরু হয়েছে। এটা ঘটনা, এর আগেও বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এসেছে। এবারও উঠল।



আচমকা ধসে মাটির তলায় ঢুকে গেল আস্ত বাড়ি!

অন্ডালে ধস, মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন আস্ত বাড়ি!

প্রতিবেদন: ছটপুজোর কেনাকাটা করতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন গৃহকর্ত্রী। বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন আচমকা ভয়াবহ ধসে গোটা বাড়িটাই চলে গিয়েছে মাটির নিচে! ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অন্ডালের সিঁদুলি এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকরা। কীভাবে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে যান ইসিএলের আধিকারিকেরাও। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছটপুজোর সামগ্রী কেনার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন গৃহকর্ত্রী। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। আচমকাই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়িতে শুরু হয় ধস। কোনওরকমে এক পুত্রসন্তান ও তাঁর বাবা প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু চোখের নিমেষে তাঁদের বসতবাড়িটি তলিয়ে যায় খনিগর্ভে। বাড়ির ভিতরে থাকা বাক্স, খাট, টিভি-সহ যাবতীয় আসবাবপত্র সমস্তটাই ধসের কবলে চলে গিয়েছে। এমনকী বাড়িতে থাকা আনুমানিক ৩ থেকে ৫ হাজার টাকাও বের করা যায়নি বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। এক মুহূর্তে কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে ভুঁইয়া পরিবার। প্রসঙ্গত, খনি এলাকায় মাঝেমধ্যেই ধস নেমে ঘটে বিপত্তি। যা নিয়ে বহুবার স্থানীয় প্রশাসন-ইসিএলকে জানিয়েও লাভ হয়নি। এর মধ্যেই শনিবার ফের ধস নামে অন্ডালে। তলিয়ে যায় আস্ত বাড়ি।

আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৫ জন শিশু

সংবাদদাতা, গঙ্গাজলঘাঁটি : আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবার নিয়ে কোনও নজরদারি নেই। তাতেই সেখানকার খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ একাধিক শিশু! চাঞ্চল্য বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটির ধবনি গ্রামে।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের ধবনি গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রে খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল একাধিক শিশু। অসুস্থ শিশুদের তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় অমরকানন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে।



অসুস্থ শিশুদের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, দীর্ঘদিন ধরেই ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা হয়। রান্নার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয় না বলেও জানান তাঁরা তাঁদের আশঙ্কা, খিচুড়ির মধ্যে কোনও বিষাক্ত পোকামাকড় বা অন্য কোনও দূষিত উপাদান মিশে যাওয়ার কারণেই এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যদিও খাবারে বিষক্রিয়ার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। প্রায় জনা ১৫ শিশু অসুস্থ হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে।

চাঁদা নিয়ে বিবাদ, কালীপুজোর বিসর্জনে খুন বাঁকুড়ার যুবক

প্রতিবেদন: কালীপুজোর বিসর্জনে বিবাদ। তার জেরে খুন হয়ে গেলেন এক যুবক। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া শহরের লোকপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম আদিত্য ভকত। বয়স ৩০ বছর। মৃতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুরি জাতীয় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁকুড়ার লোকপুর ভকত পাড়ার বাসিন্দা আদিত্য কর্মসূত্রে নদিয়ার কল্যাণীতে থাকতেন। কালীপুজো উপলক্ষে সস্ত্রীক বাড়ি গিয়েছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় লোকপুর এলাকার এক



পরিচিত ব্যক্তি প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় আদিত্যকে ডেকে নিয়ে যান। রাতে লোকপুর এলাকার প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত হন ওই যুবক। জানা গিয়েছে শোভাযাত্রা চলাকালীন লোকপুরের এক যুবকের সঙ্গে আদিত্যের বচসা বাধে। তখনকার মতো বিষয়টি মিটে গেলেও বাড়ি ফেরার পথে একটি গলিতে আদিত্যকে ঘিরে ধরেন স্থানীয় কয়েকজন। তাদের সঙ্গে বচসার সময় মত্ত এক যুবক ধারালো অস্ত্র নিয়ে আদিত্যকে আক্রমণ করেন। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয়। পরে রাস্তা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় আদিত্যকে উদ্ধার করেন এলাকার কয়েক জন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু চিকিৎসক জানান, আগেই মারা গিয়েছেন ওই যুবক। ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। যে অস্ত্র দিয়ে আদিত্যকে আঘাত করা হয়েছিল, সেটি উদ্ধার হয়েছে।

অপরাধের ছক জামতাড়া গ্যাংয়ের, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ১০

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর: বাংলায় বসে অপরাধের ছক। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রাতের অন্ধকারে অভিযানে নামে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে সাইকেলের চেন ও বেসবল ব্যাট। একসঙ্গে ১০ জনের গ্রেফতারি এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে কয়েকজনের জমায়েত এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের খবর পেয়েছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে রাতের অন্ধকারে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে মোট ১০ জনকে

দুর্গাপুর



আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে ছয়জন পাণ্ডবেশ্বরের ডিভিসি এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের নাম বিনোদ বেদ, সুন্দর যাদব, শেখ ফারহান, তাপস বেদ, পবন চৌহান এবং কবিরাজ বেদ। এছাড়াও ধৃত তিনজন ঝাড়খণ্ডের জামতারার মেহিজান এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা হলেন সন্তোষ পাশি, দেব কুমার এবং মানা পাশি। অপর ধৃত সাদ্দাম খান জামুড়িয়ার হোসেন নগর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, সাইকেলের চেন এবং বেসবল ব্যাট উদ্ধার হয়েছে। তবে কী উদ্দেশে তাঁদের কাছে এই আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের সঙ্গে কোনও অপরাধচক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাঁরা কোনও বড়সড় অপরাধের পরিকল্পনা করছিলেন কি না, কিংবা এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই সমস্ত বিষয়ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসন্ন মণ্ডল-মকরভিলাক্কু তীর্থ মরশুমের আগে শবরীমালা মন্দিরের ভক্তদের জন্য খুশির খবর। এবার থেকে ভক্তরা মন্দিরের বিখ্যাত আরবনা পায়েস এবং অন্যান্য প্রসাদ সরাসরি ইন্ডিয়া পোস্টের মাধ্যমে বাড়িতে পেতে পারবেন

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ‘শত্রু’ কারা? তালিকা বানাল আরএসএফ

নয়াদিল্লি: বিশ্ব জুড়েই সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকের স্বাধীনতা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। ভারত-সহ একাধিক দেশেই সরকারের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের শিকার হচ্ছেন মিডিয়াকর্মীরা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ‘রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস’ (আরএসএফ) তাদের ২০২৬ সালের ‘প্রেস ফ্রিডম প্রিডেটরস’ বা বিশ্ব জুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল শত্রুদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় মোট ৩৩টি ব্যক্তি, সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি স্থান পেয়েছে, যাদের মধ্যে ভারত থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিল্পগোষ্ঠী ‘আদানি গ্রুপ’ এবং কট্টরপন্থী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘অপইন্ডিয়া’। একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণকারী শক্তি হিসাবে এই বছর তালিকায় প্রথমবারের মতো ঠাঁই পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ এবং সাংবাদিকদের উপর নেমে আসা দমনপীড়নের বিরুদ্ধে স্যাটায়ার ও কড়া সমালোচনার মিশ্রণে এই তালিকা তৈরি করেছে সংস্থাটি। এই প্রতিবেদনে ভারতের বিজেপি-ঘনিষ্ঠ আদানি গ্রুপকে সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ তারা সমালোচনামূলক রিপোর্টিং বন্ধ করতে আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা ‘গ্যাগ স্যুট’ প্রয়োগ করে থাকে। আরএসএফ-এর তথ্য অনুযায়ী, আদানিদের বিরুদ্ধে বা তাদের সহযোগী সংস্থা নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে ভারতে বর্তমানে বিভিন্ন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অন্তত ১১টি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা ঝুলছে; এমনকী এক সাংবাদিককে সাম্প্রতিক একটি ফৌজদারি অবমাননা মামলায় গুজরাতের কারাগারেও দিন কাটাতে হয়েছে। সংস্থাটি জানায়, আদানি গ্রুপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে সাংবাদিকতাকে অপরাধ হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ভারতীয় নাম হিসেবে থাকা ‘অপইন্ডিয়া’-কে ক্ষমতার প্রচ্ছায়ায় থেকে স্বাধীন সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে ডিজিটাল আক্রমণ এবং জনমনে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

আরএসএফ-এর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অপইন্ডিয়া নির্দিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে লক্ষ্য করে ৩০০টিরও বেশি আক্রমণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে, যা পরবর্তীতে ওই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সাইবার ট্রোলিং ও অনলাইন হেনস্থার সূচনা করে। রাজদীপ সরদেশাই, আরিফা খানম শেরওয়ানি, মোহাম্মদ জুবায়ের, মহেশ লাঙ্গা, রবীশ কুমার, রানা আইয়ুব ও প্রবীর পুরকায়স্থের মতো প্রবীণ সাংবাদিকদের পাশাপাশি ‘দ্য ওয়ার’, ‘নিউজরুম’ ও ‘নিউজ লন্ড্রি’র মতো স্বাধীন সংবাদমাধ্যমগুলি অপইন্ডিয়া-র প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল। আরএসএফ-এর এই মূল্যায়নে ভারতের সংবাদমাধ্যমের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান নেমে এসেছে ১৫৭ নম্বরে, যা গত বছরের তুলনায় ৬ ধাপ নিচে। বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার এই চরম ধসে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। তাদের ২৫ বছরের সূচকের ইতিহাসে দেখা গেছে, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি দেশ এখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ‘কঠিন’ বা ‘চরম উদ্বেগজনক’ শ্রেণিতে পড়ে এবং সার্বিক গড় সূচক এযাবৎকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। তালিকায় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের বিভাগে স্থান পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসে ফেরার পর সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার খর্ব করা, সরকারি ব্রডকাস্টারদের স্বাধীনতা হরণ করা এবং আইনি ও প্রশাসনিক হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে গণমাধ্যমের ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ চালানোর জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এবছর আমেরিকার স্থানও ৭ ধাপ নেমে ৬৪ নম্বরে দাঁড়িয়েছে।

নাবার্ডের সমীক্ষায় উদ্বেগের ছবি

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির চাপে কমছে গ্রামীণ সঞ্চয়, বাড়ছে ঋণের বোঝা

নয়াদিল্লি: জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (নাবার্ড) উদ্যোগে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভারতের গ্রামীণ পরিবারগুলিতে সঞ্চয় কমছে এবং ঋণের বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, জুলাইয়ে ৪.৮৪% এবং আগস্টে ৫.২৪% থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় ৬.০৮ শতাংশে। ‘রুরাল ইকোনমিক কন্ডিশনস অ্যান্ড সেন্টিমেন্টস সার্ভে’-এর ১৩তম সংস্করণে ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের ৬০০টি গ্রামের ৬,০০০ পরিবারের ওপর ভিত্তি করে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। অসম বর্ষা ও খরিফ ফসলের জমি হ্রাসের পটভূমিতে নাবার্ডের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত এই সমীক্ষায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে ‘মিশ্র কিন্তু সার্বিকভাবে স্থিতিস্থাপক’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দেশের মাত্র ২৭.১% পরিবার তাদের আগের বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে, যা এই সমীক্ষার শুরু থেকে এ যাবৎ সর্বনিম্ন। বিপরীতে ২০.৫% পরিবারের আয় কমেছে এবং ৫২.৪% পরিবারের আয়ে কোনও পরিবর্তন হয়নি। অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি ও ব্যয়ের চাপে দেশের মানুষের সঞ্চয়ে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে। গ্রামীণ পরিবারগুলি তাদের মাসিক আয়ের মাত্র ১২.৬% সঞ্চয় করতে পেরেছে, যা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ সমীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে সর্বনিম্ন। সংগৃহীত আয়ের প্রায় ৬৫% চলে গেছে দৈনিক ব্যবহারে এবং ১৩.২% ব্যবহৃত হয়েছে ঋণের কিস্তি পরিশোধে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার (৩২.১%) জানায় যে তাদের আর্থিক সঞ্চয় কমেছে। পাশাপাশি, ঋণ গ্রহণকারী পরিবারের হার জুলাইয়ের ২৮.৭% থেকে বেড়ে ৩২.৪% হয়েছে।



প্রায় ৫২.৬% পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর নির্ভর করলেও ২২.১% পরিবার এখনও চড়া সুদের মহাজন বা অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যেখানে গড় বার্ষিক সুদের হার ১৮.৩ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের গ্রামীণ পরিবারগুলির মাসিক ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি (৫৩.৫%) খরচ হয় খাদ্যসামগ্রীতে। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ২৪.১% এবং রান্নার জ্বালানি ও পরিবহনে ১৬.৬% ব্যয় হয়। প্রায় ৪৫.৩% পরিবার গ্রামীণ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে ভালো রাস্তাঘাটকে প্রাধান্য দিয়েছে, যার পরেই স্থান পেয়েছে শিক্ষা ও বিদ্যুৎ সুবিধা। প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি এবং প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মতো সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সঠিকভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে উপভোক্তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতের বিষয়ে গ্রামীণ জনমনে কিছুটা আশা থাকলেও আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

হানিট্র্যাপে বায়ুসেনার উইং কমান্ডার!

নগ্ন ছবির বিনিময়ে পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার গোপন তথ্য পাচার

নয়াদিল্লি: পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের হানিট্র্যাপে জড়িয়ে দেশের সামরিক গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠল ভারতীয় বায়ুসেনার এক উইং কমান্ডারের বিরুদ্ধে। দিল্লি পুলিশের চার্জশিটে উঠে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীদের দাবি, এক সন্দেহভাজন পাকিস্তানি অপারেটিভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হওয়ার পরই সংবেদনশীল সামরিক তথ্য পাচার করতে শুরু করেন ওই আধিকারিক। পুলিশের অভিযোগ, ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত দু’জনের মধ্যে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপে কথাবার্তা চলত। প্রথমে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ও ছবি আদানপ্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে ওই পাকিস্তানি অপারেটিভ নগ্ন ছবি পাঠাতেন। তার বিনিময়ে ভারতীয় বায়ুসেনার গোপন যুদ্ধ পরিকল্পনার নথি পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে উইং কমান্ডারের বিরুদ্ধে। এমনকী, প্রতিটি ছবির বিনিময়ে যুদ্ধ পরিকল্পনার নতুন পৃষ্ঠা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তিনি বলে দাবি পুলিশের। শুধু যুদ্ধ পরিকল্পনাই নয়, বায়ুসেনার গোপন ড্রোন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো, সদস্যসংখ্যা, ড্রোনের কার্যক্ষমতা, পরীক্ষামূলক উড়ান এবং অস্ত্রের নিশানা সংক্রান্ত তথ্যও পাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। লেহতে যুদ্ধবিমানের মোতায়েন এবং রাজস্থানের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে সামরিক মহড়ার তথ্যও শত্রুপক্ষের হাতে পৌঁছেছিল বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তে আরও দাবি, পাঁচ অধস্তন আধিকারিকের ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ম্যালওয়্যার ও স্পাইওয়্যার বসানোর ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছিলেন অভিযুক্ত। এর মাধ্যমে গোপন সামরিক যোগাযোগে নজরদারির সুযোগ তৈরি হয়েছিল। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন পাক অপারেটিভের মধ্যে ৩,০০৮টি টেক্সট মেসেজ, ৬৫টি ছবি, ৪২টি ভয়েস কল এবং চারটি ভিডিয়ো কল হয়েছিল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে মামলা দায়ের হয়েছে। দেশের তথ্য কীভাবে শত্রুপক্ষের হাতে পৌঁছল, সেটাই তদন্তের বিষয়।

পার্টি করে গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তিকে মারলেন বিজেপি বিধায়কের ভাইপো

গান্ধীনগর: জোর যার, মুলুক তার! মোদিরাজ্য গুজরাতে রাতভর পার্টিতে হৈ-হুল্লোড় করে ফিরছিলেন রাজ্যের এক বিজেপি বিধায়কের ভাইপো। সেইসময় তাঁর গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এখানেই শেষ নয়, চাপে পড়ে অনেক টালবাহানার পর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করলেও মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই জামিন মিলে যায়।

জানা গিয়েছে, গুজরাতের বাপুনগরের বিজেপি বিধায়ক দীনেশ সিং কুশওয়াহার ভাইপোর বিলাসবহুল রেঞ্জ রোভার গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন এক বাইক-ট্যাক্সি আরোহী। আমেদাবাদের বোপাল থানা এলাকার শিলাজ সার্কলের কাছে গুরুকৃপা ট্রেডার্স সংযোগস্থলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরে মত্ত চালক বন্ধুদের নিয়ে পালিয়ে যান। সিসিটিভি ফুটেজ ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সূত্র ধরে পুলিশ অভিযুক্ত রাঘবেন্দ্র কুশওয়াহাকে চিহ্নিত করে আটক করে। কিন্তু এরপর ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ৩৫(৩) ধারায় নোটিশ জারি করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে থানা থেকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহতের নাম হর্ষদ পুরাবিয়া। পেশায় নিরাপত্তারক্ষী হর্ষদ একটি অ্যাপভিত্তিক যাতায়াত পরিষেবার মোটরবাইকে চেপে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। মোটরবাইকটি মোড় নেওয়ার সময়ে দ্রুতগতির গাড়িটি সেটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। আরোহী ও চালক, দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হর্ষদের

দ্রুত জামিন ঘিরে প্রশ্ন

মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় মোটরবাইকটির চালক প্রদীপকুমার দাদওয়ালও আহত হন। গান্ধীনগরের কালোলে রাতভর পার্টি শেষে বন্ধুদের নিয়ে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটান বিজেপি বিধায়ক দীনেশের ভাইপো রাঘবেন্দ্র। তিনি পেশায় আবাসন ব্যবসায়ী। দুর্ঘটনার সময়ে চালক মত্ত ছিলেন না বলে দাবি করেছে পুলিশ। যদিও স্থানীয়রা তা মানতে নারাজ। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাবশালী বলেই লঘু ধারা দেওয়ার জন্য সাফাই দিচ্ছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার রক্তের নমুনা সংগ্রহের দাবি করলেও ডিএসপি জানান, কোনও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে মেকানিক্যাল ও ফরেন্সিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেআইনি মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপ কাণ্ডের তদন্তে বড়সড় মোড়। ওমান থেকে সৌরভ চন্দ্রকরকে ভারতে প্রত্যর্পণের পরেই এবার দেশ জুড়ে তৎপরতা বাড়াল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ছয় রাজ্যের ৩৩ ঠিকানায় তল্লাশি চলে

মার্কিন রাজনীতি ও নির্বাচনে প্রভাব বেড়ে চলেছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের

ওয়াশিংটন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্যসমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একইসাথে স্পষ্ট হয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে জনপ্রিয়তা কম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) যে ১০০টি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে ৮৪ টিতেই জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা জিতেছেন ১৫টি আসনে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের মোট ৪৩৫টি আসনের জনবিন্যাস বিশ্লেষণ করে এই ১০০টি কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমেরিকার জনগণনা দফতরের ২০২০-'২৪ সালের আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ১০০টি নির্বাচনী কেন্দ্রে বসবাস করেন আমেরিকার মোট ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। সিলিকন ভ্যালি থেকে শুরু করে নিউ জার্সি, টেক্সাস, জর্জিয়া, ইলিনয় এবং ওয়াশিংটন— বিভিন্ন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও শহরতলিতে ছড়িয়ে রয়েছে এই ভোটব্যাঙ্ক। ক্যালিফোর্নিয়ায় ডেমোক্র্যাটদের সাফল্য ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস বেশি, এমন ২০টি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টিতেই জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা। ক্যালিফোর্নিয়ার ১৭ নম্বর কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস। দেশের কোনও একটি কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যা। এই কেন্দ্র থেকে ডেমোক্র্যাট নেতা রো খান্না টানা ষষ্ঠবারের মতো জয় পেয়েছেন। নিউইয়র্ক, ইলিনয়, নিউ জার্সি এবং পেনসিলভেনিয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস বেশি, এমন ১০০টি কেন্দ্রের তালিকায় থাকা সব আসনেই জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। তবে টেক্সাসে ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসংখ্যা বেশি, এমন ১৩টি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে ৯টিতে জয় পেয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে রিপাবলিকানদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পেনসিলভেনিয়ার ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক এবং নিউ জার্সির টম কিন জুনিয়রের মতো রিপাবলিকান সদস্যরা পরাজিত হয়েছেন। দু'জনেই মার্কিন কংগ্রেসের ভারত-সংক্রান্ত ককাসের সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে টেক্সাসের বেথ ভ্যান ডাইন এবং ট্রেভর নেহলসের মতো রিপাবলিকান প্রার্থীরা নিজেদের আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধির বিষয়টিও এই নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে।

কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস এবং গবেষণা সংস্থা ইউগভের যৌথ সমীক্ষা অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের ৬২ শতাংশ প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন মাত্র ১৯ শতাংশ। অর্থাৎ দুই দলের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৪৩ শতাংশ। এই প্রবণতার পিছনে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্বেগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কার্নেগির আগের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ২০২৬ সালের গোড়ায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাজকর্মে মাত্র ২৯ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক সন্তুষ্ট ছিলেন। অসন্তুষ্ট ছিলেন ৭১ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অভিবাসন নীতি ছিল তাঁদের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে অভিবাসন নীতি এবং এইচ-১বি ভিসা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু ভারতীয় নাগরিকের কাছে এই ভিসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, অতিরিক্ত ফি এবং অভিবাসন নীতির অনিশ্চয়তা তাঁদের কর্মজীবন ও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য এবং সামাজিক মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক প্রচারও রাজনৈতিক আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। কার্নেগির সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় অর্ধেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক জানিয়েছেন, তাঁরা অনলাইনে ভারতীয়দের নিশানা করে বর্ণবিদ্বেষী পোস্টের মুখোমুখি হন। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই কারণে সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ কমিয়ে দিয়েছেন। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের রাজনৈতিক অবস্থানকে একমাত্র অভিবাসন বা বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্ন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতো বিষয়ও তাঁদের ভোটদানের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের ৬২ শতাংশ কমলা হ্যারিসকে এবং ৩০ শতাংশ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রিপাবলিকানদের প্রতি কিছুটা ঝোঁক তৈরি হলেও ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে সেই প্রবণতা অনেকটাই বদলে যায়। আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের মোট সংখ্যা ৬০ লক্ষের কম হলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা এবং গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ২৬ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে বলে কার্নেগির ২০২৪ সালের সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে এই নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এই ১০০টি নির্বাচনী কেন্দ্রের কোনওটিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নন। এমনকি সবচেয়ে বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস যে ক্যালিফোর্নিয়ার ১৭ নম্বর কেন্দ্রে, সেখানেও মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তাঁরা। ফলে তাঁদের ভোট এককভাবে নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করে— এমন দাবি করা যাবে না। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের সম্মিলিত ভোট, রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মার্কিন রাজনীতিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের এই ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি শুধু ভোটের অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয়। আমেরিকার অভিবাসন নীতি, ভারত-মার্কিন সম্পর্ক, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রশ্নেও এই সম্প্রদায়ের অবস্থান আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সেই রাজনৈতিক বাস্তবতারই একটি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত।

একমঞ্চে বৈঠকে থাকছেন ট্রাম্প, পুতিন, শি

ওয়াশিংটন: বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। একই সম্মেলনে হাজির হতে চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিন রাষ্ট্রনেতার মধ্যে একসঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে খবর। আর সেই বৈঠকের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে পারে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি। ফলে আন্তর্জাতিক মহলে সফর ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস জানিয়েছেন, দক্ষিণ চিনের শেনঝেনে আয়োজিত এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সমন্বয় সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন ট্রাম্প। ২১টি সদস্য রাষ্ট্রের এই দু'দিনের সম্মেলন শুরু হচ্ছে বুধবার। তার আগে মঙ্গলবার ফিলিপিন্সে আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। শেনঝেনে পৌঁছে বৃহস্পতিবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন তিনি। ২০২৫ সালে দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই রাষ্ট্রনেতার এটি চতুর্থ সাক্ষাৎ। তবে গোটা সফরের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হতে চলেছে ট্রাম্প-পুতিন-শি বৈঠকের সম্ভাবনা। হোয়াইট হাউসের ইঙ্গিত, এই তিন নেতার আলোচনায় উঠে আসতে পারে বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রের ভবিষ্যৎ। ট্রাম্পের মতে, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার গোটা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই অস্ত্রের সংখ্যা কমানো এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কোনও উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করতে চান তিনি। যদিও এই বৈঠক থেকে এখনই কোনও চুক্তি বা আনুষ্ঠানিক সমঝোতার আশা করছে না ওয়াশিংটন। ইরান পরিস্থিতিও আলোচনায় উঠে আসতে পারে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কথা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পরমাণু অস্ত্র নিয়ে কথা হতে পারে

কেন হঠাৎ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে এত তৎপরতা? এর পিছনে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তির অবসান। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তিটির মেয়াদ গত ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়েছে। ফলে বিশ্বের দুই বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশের অস্ত্রভাণ্ডারের উপর এতদিন যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা কার্যত উঠে গিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পারমাণবিক অস্ত্রের ঝুঁকি কমাতে যে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, চুক্তির অবসানে তাতেও বড় ধাক্কা লেগেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন কাঠামো তৈরির জন্য দুই দেশকে দ্রুত আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। ট্রাম্প অবশ্য পুরনো চুক্তি নতুন করে চালু করার বদলে আরও বড় পরিসরের সমঝোতার পক্ষে। তাঁর প্রস্তাব, নতুন কোনও পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে চিনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কারণ, বেজিং ক্রমাগত নিজেদের পারমাণবিক শক্তি বাড়াচ্ছে। ফলে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনকে একই আলোচনার টেবিলে আনা গেলে বিশ্বজুড়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লাগাম টানা সম্ভব কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

শর্ত আরোপে বিরোধী কণ্ঠরোধ

প্রতিবেদন : বিরোধী কণ্ঠরোধ করতে বিপুল টাকার বিনিময়ে সভাস্থল ভাড়া নেওয়ার নিদান এনেও ফায়দা হয়নি। দিল্লির রামলীলা ময়দানের জনগর্জন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে বিজেপিকে। তারপরই রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভ, মিছিল বা জনসভার ক্ষেত্রে নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করল দিল্লি। খসড়া প্রস্তাবে সুপারিশ করা হল, রামলীলা ময়দানে ৫০ হাজারের বেশি জমায়েত করা যাবে না। তারপর সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে সভা-সমাবেশের ব্যাপারে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পালন করা যাবে কর্মসূচি। বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার বিপুল জমায়েতে ভয় পেয়েই এই বেড়াজালে বাঁধার চেষ্টা বিজেপির।

রামলীলা ময়দানে নানা বিধিনিষেধ

দিল্লি পুলিশের খসড়ায় বলা হয়েছে, কোনও কর্মসূচি আয়োজন করতে হলে অন্তত ১০ দিন আগে পুলিশের কাছে অনুমতি চাইতে হবে। তার আগে দিল্লি পুরসভার কাছ থেকে মাঠ খালি থাকার শংসাপত্রও নিতে হবে আয়োজকদের। তবে প্রতিটি কর্মসূচিতে কতজনকে জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হবে, তা ঠিক করবে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ভিড়ের সম্ভাবনা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ একাধিক সংস্থার অনুমোদনের আওতায় ফেলে রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের কর্মসূচি দমনের খেলা শুরু করেছে কেন্দ্র ও দিল্লির সরকার। এখানেই শেষ নয়, খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে আরও নানা বিধি। বলা হয়েছে, বিক্ষোভ বা সভার সময় রাস্তা, ফুটপাথ এবং জরুরি পরিষেবার পথ আটকে রাখা যাবে না। যান চলাচল ও গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে সভা-সমাবেশ বা ধরনা-অবস্থানের আয়োজকদের। জমায়েতে অস্ত্র, আতশবাজি বা দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাওয়া যাবে না। ড্রোন ওড়াতে হলেও আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই নির্দেশিকার খসড়া এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অনুমোদনের জন্য তা দিল্লি পুলিশের সদর দফতরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে ছাড়পত্র মিললেই নতুন নিয়ম কার্যকর হতে পারে। যেনতেন প্রকারেণ বিরোধীদের দমন করাই এই বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্য। এর আগে ১.২৩ লক্ষ গাঁটের কড়ি খরচ করে রামলীলা ময়দান, বুরারি গ্রাউন্ড এবং সিবিডি গ্রাউন্ডকে বিক্ষোভের বিকল্প জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

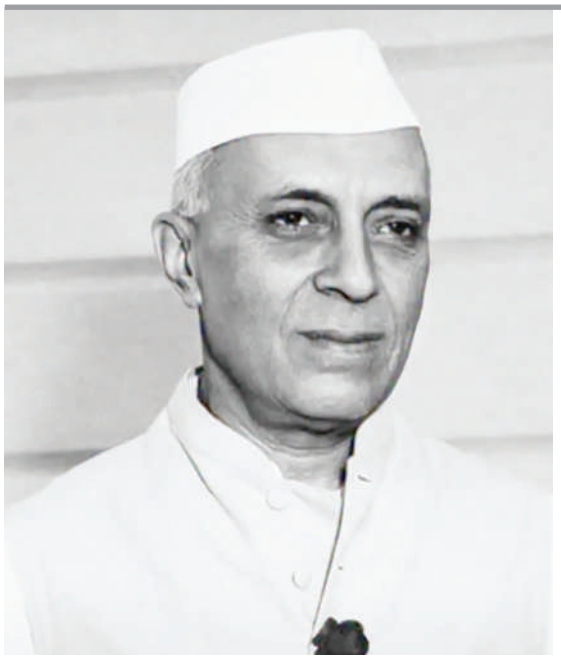
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাতীয় পুস্তক সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে ১৩ নভেম্বর কলকাতার সাহিত্য অকাদেমি সভাঘরে কবিতা সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক চিন্ময় গুহ। আয়োজিত হয় বিশেষ পুস্তক প্রদর্শনী। ছিল বিক্রির ব্যবস্থাও

কলেজ স্ট্রিট

15 November, 2026 • Sunday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১৫ নভেম্বর ২০২৬
রবিবার



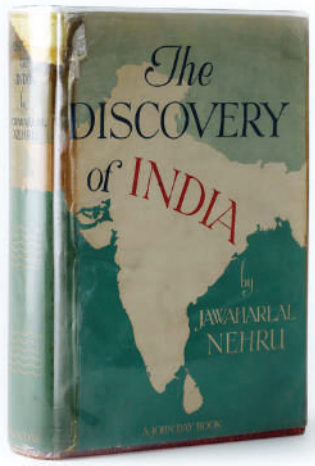
কারাগারে লেখা নেহরুর অসামান্য বই

প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে 'দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'র পাতায় পাতায়। ইংরেজিতে লেখা। গদ্য অত্যন্ত সাবলীল, মার্জিত, সাহিত্যগুণসম্পন্ন। গতকাল ছিল বইটির লেখক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। আজ তাঁর সেই অসামান্য বইয়ের উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই কারণে ১৯৪২-১৯৪৫, তিন বছর আহমেদনগর ফোর্ট জেলে তাঁকে অন্য নেতাদের সঙ্গে বন্দি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সেই সময়ে তিনি রচনা করেছিলেন এক অসামান্য বই-- 'দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'। পাতায় পাতায় নেহরু প্রাচীন ভারতের সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক যুগ, উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন থেকে শুরু করে মৌর্য, গুপ্ত ও মুঘল আমল পেরিয়ে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এটা নিছক সাল-তারিখের ইতিহাস নয়, বরং ভারতের সামগ্রিক আত্মপরিচয় খোঁজার এক আবেগঘন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস।

ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে নেহরুর চিন্তাভাবনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বলা যায়, তিনি লেখেন বিজ্ঞানীর মন এবং কবির শব্দে। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অসীম উৎসাহে পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বইটিতে সুস্পষ্ট। শুরুতে, নেহরুকে এমন একজন হিসেবে দেখা যায়, যিনি ভারতকে বিচারপ্রবণ বহিরাগতের দৃষ্টিতে দেখেন; ভারতে বাস করলেও তাঁর বর্তমান মূল্যবোধগুলো ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানকে আবশ্যিকভাবে তুলে ধরে না। তাই, কখনও কখনও তাঁকে উদ্ধত এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনধিকারপ্রবেশকারী বলে মনে হয়। তবে, বই যত এগোতে থাকে, ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত সারমর্মের প্রতি তাঁর উপলব্ধিও তত বাড়তে থাকে; এই স্থানে বসতি স্থাপনকারী মানুষগুলোর প্রতিভার প্রতি তাঁর উপলব্ধি জন্মায়, যাঁদের অবদান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। সভ্যতার গৌরবময় দিনগুলো থেকে শুরু করে এর চূড়ান্ত পতনের দিনগুলো বর্ণনা করার সময় নেহরু তাঁর লেখার গতিতে বৈচিত্র্য আনেন। সভ্যতার অবক্ষয়কে ধীর ও মন্থর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, যা ভারতের সভ্যতার বিকাশের থেমে যাওয়ার মন্থর ও বেদনাদায়ক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নেহরু একজন যুক্তিবাদী মানুষের যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, কখনও কখনও এতটাই যে, তাঁকে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নিয়ে অতিরিক্ত বিশ্লেষণধর্মী বলে মনে হয়। এমনটা করার মাধ্যমে নেহরু আধুনিক সমস্যাগুলোকে সেই সময়ের ঐতিহাসিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক কারণগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যখন সূচনা হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার। নেহরুর কাছে বর্তমান হল অতীতের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাই, তিনি বর্ণপ্রথার উৎপত্তি নিয়ে অতিরিক্ত সমালোচনামূলক নন, কারণ তাঁর কাছে এটা ছিল সমাজ গঠনের এমন একটি উপায়, যেখানে বিজয়ী আর্যদের পরাজিত স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়েছিল। তবে, তিনি যে বিষয়টির সমালোচনা করেছেন, তা হল এই কাঠামোর সেই অনমনীয়তা যা সহস্রাব্দ ধরে অর্জিত হয়েছে। তাঁর মতে, কালক্রমে বর্ণপ্রথার চাতুর্য তার উপযোগিতা হারিয়েছে এবং এটা একটা অপেক্ষাকৃত নমনীয় শ্রেণিবিন্যাস থেকে নিপীড়নমূলক অনুগত উপরিকাঠামোতে পরিণত হয়েছে।



ভারতে ব্রিটিশদের সশস্ত্র দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে জনগণকে অনুপ্রাণিত করার উপায় হিসেবে নেহরু ভারতের দেশীয় জনগণের বিশাল কৃতিত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে ব্যবহার করেন। যদিও ভারতের সভ্যতার মূল্যবোধের অবক্ষয় দ্রুত স্বীকার করেছিলেন, তিনি এর জন্য ব্রিটিশদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। ব্রিটিশরা আসার আগে ভারতকে একটি বিজিত ভূমি হিসেবেও দেখেন না নেহরু। প্রকৃতপক্ষে, ভারত বেশ কয়েকবার বিজয়ের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে, কিন্তু নেহরুর কাছে এটা কখনও বিজিত হয়নি, কারণ এটা কেবল আক্রমণকারীদের নিজের মধ্যে আত্মীভূত করেছে। ভারত হয়তো বহুবার তার রূপ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যেও ধরে রেখেছে তার সারসত্তা। এই ধারাবাহিকতাই নেহরুকে এই বিশ্বাসে দৃঢ় করেছিল যে, এত সমৃদ্ধ একটি জাতি এমন কোনও সত্তার আধিপত্য কখনওই মেনে নিতে পারে না, যে সত্তা কেবল বাইরে থেকে তাদের উপর শাসন করতে চায়, তাদের অংশ হতে চায় না। তাঁর বিশ্বাসের এমন চিন্তাশীল ব্যাখ্যাই 'দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' বইটিকে একটি চমৎকার পাঠ্য করে তুলেছে।

ইংরেজিতে লেখা বইটির গদ্য অত্যন্ত সাবলীল, মার্জিত, প্রাণবন্ত ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন। কারাগারের কয়েকজন সহবন্দির কথাও উল্লেখ করেছেন নেহরু। তাঁরা হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, নরেন্দ্র দেব, আসাফ আলি প্রমুখ। বইটি রচনার সময় তাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

লেখার কাজ শেষ হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। বইটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ডে এবং ইউ কে-র মেরিডিয়ান বুকস। কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকেও প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে 'জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড' বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে।

শরৎশশী



» 'জামালপুরের রাজকুমারী/ রূপেগুণে সমান ঠিক/ চোখ দুটি তার গভীর অতল/ রহস্যময় রোমান্টিক'-- অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া 'রুথলেস রহিম' পড়া যাবে তেতাল্লিশ বছরের কিশোর-কিশোরীদের আপনজন 'শরৎশশী'র শারদীয়া সংখ্যায়। পত্রিকাটি প্রকাশ করে চলেছেন অরূপ দাস। পুরাতনী চ্যাপ্টারে ছাপা হয়েছে সুবিমল মিশ্রের 'গৌরী ধর্মপাল' এবং গৌরী ধর্মপালের 'কল্পতরু'। ফিরে পড়া বিভাগে ছাপা হয়েছে অমিয় দাস, নির্মলেন্দু গৌতম, প্রভাত গোস্বামী, মঞ্জু দাস ও মনোজ চাকলাদারের গল্প। উৎসাহী কিশোর-কিশোরীদের কাজে লাগবে উৎপল কুণ্ডুর 'ছোটদের আবৃত্তি শেখা'। সরস কলমে জ্যোতির্ময় দাশ লিখেছেন 'একান্নবর্তী পরিবার জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ'। গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'পাখির পালক' কবির কলমে বেশ লাগবে। সংগ্রহ করে রাখার মতো অমিত মণ্ডলের মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুকে নিয়ে লেখাটি। এইরকম সব ভালো ভালো সব লেখায় ভর্তি ৩০৪ পাতার পুজো সংখ্যাটি ২০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

অনুস্বার



» 'কবিগণ অব্যয়— বাচ্য— অভীপ্সার ধার ধারেন না। নিঃস্ব হয়ে কবিতা রচনাতে সারল্যের অভাব রয়েই গেছে। দিকে দিকে ক্ষুধা জিঘাংসা, ঈর্ষা, অন্যায়, নারী লোলুপতা— অথচ কবিতার বাক্যরীতিতে সেই প্রতিবাদী স্বরক্ষেপণ পেলাম কই?' আক্ষেপ কেন্দুয়াডিহি বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত এবারের 'অনুস্বার' পত্রিকার সম্পাদক গঙ্গাধর সরকারের। একমাত্র গদ্য 'বর্তমানে ফেসবুকের কবি এবং কবিতা'য় সুধীর দাস যথার্থ আলোচনা করেছেন সেকাল-একালের কবি-হওয়া— বলা ভাল— কবিদের সমস্যা নিয়ে। কানাইলাল খাঁ, অমিত কাশ্যপ, দুর্গাদাস মিদ্যা, মধুসূদন দরিপা-সহ প্রবীণ-নবীন মিলিয়ে ৭৫ জন কবিকে স্থান দিয়েছেন সম্পাদক। দাম ৫০ টাকা।

রুবাই তোর জন্য



» '...যখন বিনোদন বলতে একমাত্র রেডিও, ৮-১০ কিলোমিটার অন্তর একটা করে সিনেমা হল, উত্তম সুচিত্রার বই এলে দল বেঁধে দেখতে যাওয়া... একটা রেডিও মাঝখানে রেখে গোল হয়ে ঘিরে বসা শীতের অলস দুপুর, গীতিকা বা অনুরোধের আসর শোনা... কবিতাগুলির মূল বিষয় দশম শ্রেণিতে পড়া কিশোরী... ভালোবাসা...' এই কথাগুলি কবি প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন শুরুতেই। কবি দীর্ঘদিনের কাব্যসাধক ও পত্রিকা-সম্পাদক— ফলে তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প এসেছে নানা বেশে নানা কল্পে। শিরোনামহীন কবিতাগুলি পড়তে পড়তে বারবার ভেসে ওঠে অব্যক্তচিত্রকল্পগুলি। প্রতি কবিতার শেষে আছে সোনালি দিনের বিখ্যাত গানের দুটি লাইন এবং শিল্পী ও গীতিকারের নাম। ফলে পাঠক নস্টালজিক হতে বাধ্য। যেমন— 'ওগো প্রেম তুমি স্বপনের মায়ামৃগ/ আজও বনপথে, মায়া হরিণীর ঠিকানা পেলে না কি গো'— কথা— বিমল ঘোষ (মৌমাছি)। কণ্ঠ— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অত্রিকা ঘোষের প্রচ্ছদ যথাযথ। এন আই গ্রাফিক্সের ৮০ পাতার বইটির দাম ১০০ টাকা।

রবিবার
15 November, 2026 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যাঁরা কর্মবীর



কেউ স্বপ্ন দেখান, কেউ সাহস জোগান, আবার কেউ নিঃশব্দে বদলে দেন সমাজ। যাঁদের কর্ম, মানবিকতা ও অবদান আমাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জোগায়। এইবারের আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসকে স্মরণ করে তেমনই কয়েকজন অনন্য পুরুষের কথা লিখলেন **কাকলি পাল বিশ্বাস**


নীরজ চোপড়া


ড. শান্তনু ভৌমিক


ড. অভয় ব্যাং


যাদব পায়েঙ

পুরুষ মানেই শুধু দায়িত্ব নয়, ভালবাসা, ত্যাগ আর ভরসার আর এক নাম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁরা নীরবে পরিবার ও সমাজের জন্য অবদান রেখে চলেছেন, তাঁদের সম্মান জানাতেই প্রতি বছর ১৯ নভেম্বর পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস' (International Men's Day)। ১৯৯৯ সালে প্রথম এই দিনটি পালিত হয়। পুরুষদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, ইতিবাচক আদর্শ মানুষদের সম্মান জানানো, পুরুষদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়গুলি তুলে ধরা এবং নারী-পুরুষের সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই দিনের মূল উদ্দেশ্য। যার অনেকটাই সফল। দেশ, সমাজ এবং মানুষের স্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এমন বহু পুরুষই রয়েছেন। তাঁরা কর্মকাণ্ডে, ত্যাগে, ভালবাসায় ও দায়বদ্ধতায় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন অন্যদের জীবনে। হয়ে উঠেছেন সকলের অনুপ্রেরণা।

সমাজসেবার ব্রতে ডুয়ার্সের গর্ব যুগেশ রাই

ডুয়ার্সের লঙ্কাপাড়ার পরিচিত সমাজকর্মী যুগেশ রাইয়ের জীবনের মূলমন্ত্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের এই সমাজসেবী দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং তরুণ প্রজন্মের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

সমাজসেবায় তাঁর নিরলস অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে তিনি লাভ করেন 'রাজা রামমোহন রায় সোশ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'। এরপর ২০২৬ সালে তাঁর মুকুটে যুক্ত হয় 'ড. বি আর আম্বেদকর জাতীয় পুরস্কার'।

দুর্গাপুজো ও নবরাত্রির মতো উৎসবে মাকড়াপাড়া ও লঙ্কাপাড়ার চা-বলয়ের দরিদ্র ও প্রবীণ মহিলাদের হাতে বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ান তিনি। অন্যদিকে, যুবসমাজকে মাদকের আসক্তি থেকে দূরে রেখে খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে বাবুলাল ফুটবল অ্যাকাডেমি-সহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ক্রীড়াসামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

শুধু সমাজকল্যাণ নয়, ডুয়ার্সের পর্যটন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়াতেও তাঁর উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে লঙ্কাপাড়া ভিউ পয়েন্ট পুনরায় চালুর ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

অরাজনৈতিকভাবে সমাজসেবায় যুক্ত থেকেও তাঁর এলাকার জনজাতির স্বার্থে প্রতিবাদী হয়েছেন। পেয়েছেন সম্মাননা। স্বীকৃতি নয় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই যুগেশ রাই-এর সমাজসেবার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ভারতের 'বনমানব' যাদব পায়েং

একজন মানুষ, কয়েকটি গাছের চারা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি! এই শক্তিতেই এক অনুর্বর বালুচরকে বিশাল অরণ্যে পরিণত করেছেন অসমের যাদব পায়েং। যিনি আজ 'ফরেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া' বা ভারতের বনমানব নামে পরিচিত। তাঁর আরেক নাম মুলাই।

১৯৭৯ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বন্যার পর অসংখ্য সাপের মৃত্যু দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হন। এরপর ১৯৮০ সালে শুরু করেন বৃক্ষরোপণ। পাঁচ বছর পর সরকারি প্রকল্প শেষ হলেও তিনি থেমে থাকেননি। একাই গাছ লাগানো ও পরিচর্যা চালিয়ে যান। তাঁর প্রচেষ্টায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে গড়ে ওঠে ৫৫০ হেক্টর বিস্তৃত 'মুলাই কাঠনি' অরণ্য।

আজ এই বনে রয়েছে গন্ডার, চিতাবাঘ, শতাধিক হরিণ, বানর, নানা প্রজাতির পাখি এবং প্রায় ১০০টি হাতির একটি দল, যারা প্রতিবছর ছয় মাস এখানে থাকে। চোরাশিকারিদের হাত থেকে গন্ডার রক্ষাতেও তিনি বন বিভাগকে সাহায্য করেছেন।

স্ত্রী বিনীতা ও তিন সন্তানকে নিয়ে অরণ্যেই বসবাস করেন যাদব। গরু-মহিষের দুধ বিক্রি তাঁর জীবিকা। ভবিষ্যতে ব্রহ্মপুত্রের অন্যান্য দ্বীপেও বন গড়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। ২০১২ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ফরেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া' উপাধিতে সম্মানিত করে। ২০১৫ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় ।

যাদব পায়েংয়ের গল্প শুধু একজন মানুষের গাছ লাগানোর গল্প নয়, এ গল্প প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, ধৈর্য আর একার লড়াইয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার। যেখানে মানুষ বন ধ্বংস করে, সেখানে একজন মানুষ নিজের জীবন দিয়ে একটি বন তৈরি করেছেন।

গবেষণায় দেশরক্ষার স্বপ্ন, ড. শান্তনু ভৌমিক

কেউ বিজ্ঞানের গবেষণাকে কাজে লাগান মহাকাশের অজানা রহস্য উন্মোচনে, আবার কেউ সেই গবেষণার মাধ্যমেই দেশের রক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। ড. শান্তনু ভৌমিক এমনই একজন বিজ্ঞানী, যাঁর মেধা, গবেষণা ও উদ্ভাবন দেশের বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে তিনি কোয়েম্বাটোরের অমরিশা বিশ্ব বিদ্যাপীঠমের অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষণা প্রধান। আইআইটি রুরকি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করেছেন তিনি। কর্মজীবনে নেদারল্যান্ডসের ডেলফ্ট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, সিঙ্গাপুরের এস্টার এবং রয়্যাল মিলিটারি কলেজ অফ কানাডায় কাজ করেছেন।

মহাকাশ বিকিরণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা, পলিমারিক কম্পোজিট এবং ন্যানো-অ্যাডিহেসিভ বন্ডিং নিয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণার একাধিক প্রকল্পে ইসরো (ISRO), ডিআরডিও (DRDO) এবং বিভিন্ন শিল্প সংস্থার অর্থায়নেও সহযোগিতা রয়েছে।

তবে তাঁর উদ্ভাবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য হালকা ওজনের বুলেট ও বিস্ফোরণ প্রতিরোধী বর্ম তৈরি। 'নেতাজি সুভাষ আর্মার' এবং 'ছত্রপতি শিবাজি আর্মার'-এর মতো উদ্ভাবন তাঁর গবেষণার অন্যতম নিদর্শন। যে-গবেষণা একদিকে মহাকাশের পথে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে, অন্যদিকে দেশের বীর সেনাদের সুরক্ষায় কাজে লাগে, সেই গবেষণার মধ্য দিয়েই ড. শান্তনু ভৌমিক হয়ে উঠেছেন এক অনুপ্রেরণার নাম।

হার না মানা জেদ, নীরজ চোপড়া

কিছু স্বপ্ন শুধু নিজের জন্য নয়, গোটা দেশের গর্ব হয়ে ওঠে। নীরজ চোপড়া তেমনই এক নাম। হাতে বর্শা, চোখে অসীম স্বপ্ন আর মনে অদম্য জেদ নিয়ে তিনি বারবার লিখেছেন সাফল্যের নতুন ইতিহাস।

২০১৫ সালে ৬৮.৪ মিটার বর্শা ছুঁড়ে জুনিয়র জাতীয় রেকর্ড গড়েন নীরজ। ২০১৬ সালে পোল্যান্ডে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৬.৪৮ মিটার বর্শা নিক্ষেপ করে জেতেন সোনা এবং গড়েন বিশ্ব জুনিয়র রেকর্ড। একই বছর দক্ষিণ এশীয় গেমসে ৮২.২৩ মিটার ছুঁড়ে সোনা জেতেন। ২০১৭ সালে এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৫.২৩ মিটার ছুঁড়ে আবারও স্বর্ণপদক পান।

২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে ৮৬.৪৭ মিটার বর্শা ছুঁড়ে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েন। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি কমনওয়েলথ গেমসে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জেতেন।

১৫ মে ২০১৬ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নায়েব সুবেদার হিসেবে যোগ দেন নীরজ। পরবর্তীকালে সুবেদার পদে উন্নীত হন। কেরিয়ারের শুরুতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ না পেলেও অস্ট্রেলিয়ার গ্যারি ক্যালভর্টের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে ইউই হওনের অধীনে অনুশীলন করছেন।

নীরজের গল্প শেখায়, প্রতিভা পথ দেখায় ঠিকই, কিন্তু অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর হার না মানা মনোভাবই মানুষকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়।

মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ, ড. অভয় ব্যাং

কিছু মানুষ শুধু নিজের জন্য বাঁচেন না, বাঁচেন অসংখ্য মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। ড. অভয় ব্যাং তেমনই এক অনুপ্রেরণার নাম। বিশিষ্ট চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও সমাজকর্মী হিসেবে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ড. রানি ব্যাং তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মহারাষ্ট্রের আদিবাসী-অধ্যুষিত গাদচিরোলির মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করে চলেছেন। ১৯৮৬ সালে তাঁরা দুজনে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন সার্চ (সোসাইটি ফর এডুকেশন, অ্যাকশন অ্যান্ড রিসার্চ ইন কমিউনিটি হেলথ)। এই সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা পৌঁছে দেন। শিশুমৃত্যু ও নিউমোনিয়া প্রতিরোধে তাঁর উদ্ভাবিত গৃহভিত্তিক নবজাতক যত্ন বা এইচবিএনসি (HBNC) আজ বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ভারত সরকারও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে এই মডেল গ্রহণ করেছে।

ভারতেরআদিবাসী স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। চিকিৎসাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১৮ সালে পান পদ্মশ্রী। এছাড়াও পেয়েছেন 'মহারাষ্ট্র ভূষণ' এবং টাইম ম্যাগাজিনের 'গ্লোবাল হেলথ হিরো' সম্মান।

তাঁর জীবন শেখায়, মানুষের সেবা করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।


যুগেশ রাই

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

15 November, 2026 • Sunday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৫ নভেম্বর ২০২৬
রবিবার

রবিবারের গল্প

নৌকা, নদী এবং ওরা

বীথি ব্রহ্ম



নদীটা ছোট্ট একফালি শাড়ির পাড়ের মতো। আপন মনে বয়ে চলেছে। কোনও অভাব অভিযোগ নেই। তবে মনের মাঝে কিছু কুলুকুলু ব্যথা আছে। পাশাপাশি যদি আরেকটা নদ বা নদী থাকত! 'ও নদী রে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে...'— ব'লে কিছু কথা বলার মতো কেউ থাকত! যখন পাড়ার হাঁস আর হাঁসিগুলো প্যাক প্যাক করে সাঁতার কাটে, একটা আরেকটার ওপরে উঠে সোহাগ করে! ওর যে কী ভালো লাগে! বলার নেই কিছু। একদিন তো একটু উচ্ছ্বাস দেখিয়ে জলটল ছিটিয়েও দিয়েছিল। ওফ! দুটোতেই কিছুক্ষণ ধরে কী ডানা ঝটপটানি!

একসময় নদীপাড়ের দিক থেকে একটা পায়ের শব্দ পায়। উঁহু, শব্দটা তো হালকা পলকা লাগছে না! ভারী পায়ের শব্দ! তাহলে তো পুরুষই হবে! কই! জোড়া পায়ের শব্দ কোথায়? যাহ্! তাহলে এও একাই! এক হতাশা বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে! ফুলে ফুলে ওঠে! ঢেউগুলো তরঙ্গের আকারে ঝাপটা মারে।

ছোট নদীর কিনারায় নৌকাটা দুলছে। লোকটা মাঝির হাত ধরে ওঠে।

মাঝি জিজ্ঞেস করে — বাবু নৌকা ছাড়ব?

আরে না না, একটু অপেক্ষা করো, আসছে আরেকজন।

ছোট নদী একটু উথলে ওঠে! তরঙ্গ যেন খিলখিলিয়ে কিছু বলতে চায়।

পুরুষটির ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। ঘড়ি দেখে। আসছে না কেন?

অবশেষে একটা ছায়া পায়ে পায়ে নদীর কিনারায় থামে। একটা নারী! শিফন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে নারীটি নদীর কিনারায় দাঁড়ায়। পুরুষটি আড়চোখে দেখে। বুকের কিনারায় ছলাৎ ছলাৎ করে আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়ে। কিন্তু সোজাসুজি তাকায় না। অন্যদিকে চেয়ে ঢেউ গোনে। নদীর ভেতরটায় আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। সেই স্রোতে নৌকাটা দুলে ওঠে।

মাঝি দাঁড় হাতে অপেক্ষা করে, নারীটিকে দেখে বলে — ওই যে আইছে আপনের লোক।

নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে বলে — আসেন ম্যাডাম।

পুরুষটি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে — তুমি তোমার কাজ করো মাঝি ভাই, আমি দেখছি। এসো বলে, হাত বাড়ায়। নারীটি ভুরু কুঁচকে হাত সরিয়ে নেয়। বলে — এত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে আসতে পারলাম। আর একা নৌকায় উঠতে পারব না?

নদীটা একটা ছোট্ট ধাক্কা মারে নৌকাকে। বলে — বন্ধু আমি ওগো এসেছি...।

ওরা নৌকায় একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে। পুরুষটি সংকুচিত হয়ে হাতটা আস্তে করে সরিয়ে নেয়। নৌকাটা দুলে দুলে আকাশের দিকে মুখ করে চলে। নদীটা কিন্তু মুচকি মুচকি হাসে। ছোট নদীতে তরঙ্গ ওঠে। নৌকা তরতর করে এগোয়। নৌকা নদীকে জিজ্ঞেস করে — কী বুঝছিস?

চুপ করে এগিয়ে চল না! আমার বুকেই ওদের ছায়া দেখতে পাবি।

পুরুষটি মনে ভাবে, ইসস! কী সুন্দর একজন নারী! ওর নামটাও বুকের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে। অথচ, একে যখন পাওয়ার কথা পাইনি। মনের গহনে এরকম একজনকে পাওয়ার কামনা ছিল প্রথম থেকে। এই তো, মাত্র ক'দিনের পরিচয়!

নৌকা নদীকে একটা হালকা গুঁতো মারে — ওদের দেখে তোর এত পুলক কেন রে?

দেখেই শান্তি। চারপাশে তো দেখি! কিন্তু আমার কাছে কোনও নদ কখনও আসে না!

কেন! ওই সেবার বন্যার সময় কানাই নদ এসে তোর সাথে সে কী...!

একদম বাজে কথা! ক'দিনের জন্য বিপদে পড়ে এসেছিল! প্রেমে পড়লে তো থেকেই যেত, তাই না?

চুপচাপ থাক না! শোন! ওরা কী বলছে।

ম্যাডাম, সেদিন আপনার কবিতাটা সত্যিই আমাকে নাড়া দিয়েছে!

নারীটি ভাবে, শুধু এই একটা কথা থেকেই বুক দুরুদুরু! কী অসম্ভব পেলব আর নরম অনুভূতি! ব্যস! তাতেই তো, দু'জনের মনের সেতুটা তৈরি হয়ে গেল! তখন থেকেই গান, কবিতা, ছড়া নিয়ে আলোচনা। চর্চা! সেই থেকেই ধাপে ধাপে মনের কাছাকাছি চলে যাওয়া।

পুরুষটি ভাবে, নারী তো জীবনে এসেছেই। বলা ভালো কাঁধে চাপানো হয়েছে। সে এক দুঃসহ যন্ত্রণা! সে নারী শুধু দৈহিক ও বৈষয়িক সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যটুকু নিংড়ে নেয়। ব্যস! আর কিছু পাই না স্ত্রীর কাছে। না প্রেম, না মনোরম কিছু মুহূর্ত! না আবেগঘন কিছু সময়, না রোমাঞ্চকর কিছু ব্যাপার! টাকা পয়সা, কর্তব্য দায়িত্ব সাথে ভোগলিপ্সা। সেই স্বপ্নের মতো মোহময়ী নারী যে শুধুই স্বপ্নে আসত! সে জীবনে আগে আসেনি! ধরেই নিয়েছিলাম, জীবনে এমন স্বপ্নের নারী মরীচিকামাত্র! তাহলে মরীচিকাও মরুদ্যান হয়ে ওঠে! এ তো আমার কাছে অভাবনীয়! এখন মাত্র এক হাত তফাতে বসে রয়েছে! আমার নাকে আমের মুকুলের সৌরভ আসছে। ওর সারা শরীর থেকে! ওর থুতনির নিচে আঙুল দিয়ে কোরকের মতো মুখখানা তুলে শুধু বলতে ইচ্ছে করছে, তোমার মতো নারীই স্বপ্নময়ী! বৈষ্ণব পদাবলির মতো বলতে ইচ্ছে করছে — দেহি পদপল্লবমুদারম!

নৌকা, তোর কি এমন মনে হচ্ছে নাকি?

ধ্যাত! দেখে যা শুধু! তোর বড্ড কলকলানি!

বিয়ের পর ভেবেছিলাম যে একটা অসাধারণ স্মৃতির ইতিহাস হবে, পরিবর্তে অন্যরকম ইতিহাসের পাতা খুলে গেল। আফজল খাঁ শিবাজিকে লৌহবর্ম পরে মরণ আলিঙ্গন যেমন দিয়েছিল দিয়েছিল, আমার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীও তেমনই দিয়েছিল! সেই দিনই বিয়ের রোমান্টিক স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

নদী এক ঝাপটা মারে আর নৌকার গায়ে লুটিয়ে পড়ে। মাঝি দাঁড় টানতে টানতে জিজ্ঞেস করে — ও বাবু, কুনদিকে যাইবেন আপনেরা?

দুইজনেই পশ্চিমদিকে হাত বাড়ায়। মানে উথালিপাথালি ঢেউয়ের দিকে।

কাট কাট — বলে ডিরেক্টর ওদের থামায়। এটাই প্রথম এপিসোড থাক! কী বলো সুদামা!

[দুই]

পাশের বড় মেকআপ ভ্যানে মাঝি আর নায়িকাকে আর এক পোঁচ মেকআপ দেয়। আগের শটটার মতোই যেন হয় পরেরটাও।

লাইট, ক্যামেরা, স্টার্ট...।

মাঝি বৈঠা বাইছে, উল্টোদিকে নায়িকা নৌকা থেকে জলে ঝুঁকে পড়ে ভাবতে থাকে। জল থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্পতে চোখ মুখ আর্দ্র হচ্ছে। মনের গভীরেও আর্দ্রতা সিঁদ কাটছে — পাশে বসা পুরুষটিকে যে এভাবে জীবনের দ্বিতীয় পর্বে পাব তা ভাবিই নি! সেই কলেজ লাইফে তো এমনিই স্বপ্ন ছিল। একটু আউটিংয়ে যাবে, নিদেনপক্ষে ফুচকা কিংবা এগরোল খাওয়াবে, অবশ্যই পকেট ভারী হতে হবে প্রেমিকের। সে কোথাও অপেক্ষা করবে। অপেক্ষার মধ্যেই কত সুখ, তা বলার নয়। আজকে যেমন এ নৌকায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। সরাসরি তাকায়নি, কিন্তু বুঝেছি, অপেক্ষা করে মোটেও অখুশি হয়নি। ভেতরে ভেতরে আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। যে পুরুষের সংসার করছি, ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিয়েছে, সাথে শরীরটাকে ইচ্ছেমতো তছনছ করার অধিকারও নিয়েছে। মাকাল ফল একটা। একবার বসন্তে শিমুল ফুল দেখে মজে গেছিল। কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে সেই মোহ ঘুচেছে। খাঁচায় বন্দি জঘন্য এক সংসার। বড্ড যান্ত্রিক বড্ড গোছানো। উপার্জনের অনেকটাই দিতে হয়। একই নৌকার এপাশ ওপাশে দুইজন! এই প্রেমিক পুরুষটা তার স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী! একদিনের আলাপেই এতদিনের মরচে ধরা দরজা কিসের মন্ত্রে যেন খুলে গেল! শুধু সেদিন উনি স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে বলেছিলেন — নিন ম্যাডাম, এই পলাশটা আপনার চুলে আটকে নিন।

কেমন যেন অবশ বিবশ লাগছিল! তারপরে তো ফোন, চ্যাট, দেখা। একটা পলাশফুল প্রেমের গুহা চিচিং ফাঁক করে খুলে দিল! আর ঘরের পুরুষটা! স্বামী, ছেলের বাপ! প্রেম নেই, বিরহ নেই, অনুরাগ নেই। শুধু দুই পেটের গপগপে খিদে আছে। সামনে বসে থাকা মানুষটা কী সুন্দর! শরীরে ও মনে! ওর ফিগারের সাথে আমায় দিব্যি ম্যাচ করে।

নৌকাটা এখন তরতর করে এগোচ্ছে। নদীর ভেতরকার ছলাৎ ছল বাড়ে। মেয়েটার গভীরে কোথাও ঢেউ আছড়ে পড়ছে — এতদিন রমনে যে সুখ পাইনি, শুধু পাশে বসে প্রেমিক সত্তা ফুলে ফুলে উঠছে। পুরোটা নিয়ে ওর চওড়া বুকে ঝাঁপাতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে ইচ্ছে করছে।

মাঝি বৈঠা তুলে নেয়। কী কারণে যেন! নারীটি ঝাঁকুনি খেয়ে টাল সামলাতে পারে না। পুরুষটির হাত খপ করে ধরে ফেলে। সে স্পর্শে পুরুষটির শিকড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। প্রথম প্রেমের পরশের মতো থিরথির করে কেঁপে ওঠে! এতে যে মধুর রস আছে, দু'জন জীবনে প্রথম উপলব্ধি করে। দু'জন দু'জনের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

ব্যস! কাট কাট...

এবারেও তোমরা এ গ্রেড পেয়েছ..! বলেই বুড়ো আঙুল দেখায়।

শান্তনুদা, রুপালিদি, তোমাদের দু'জনকেই হ্যাটস অফ জানাই। তোমাদের দু'জনের ডায়ালগ নেই, শুধু এক্সপ্রেশন। অসাধারণ!

ওরা সলজ্জ হাসি উপহার দেয়। শুধু নৌকার মাঝি নৌকা আর নদীই তো খেল দেখাচ্ছে। ওদের দু'জনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এ খুশি উপচে পড়ছে।

ডিরেক্টর সহকারীকে বলে — প্রোডিউসার কোথায়?

এই তো, কিছুটা দেখেই ভি চিহ্ন দেখেই ঘরে গেলেন। মনে হয় একাই ড্রিংক নিয়ে সেলিব্রেট করছেন। বুঝলে, দাদা বাকি দুটো যদি ওঁর পছন্দ হয় তো কেল্লাফতে হবে।

বেশ পরিতৃপ্তির হাসি ডিরেক্টরের মুখে। এক্কেবারে ফল্গুর মতো স্বপ্নের স্রোত বইছে।

ভাই, দেখে আয়! আর বাকি চিত্রনাট্যটা স্যারকে দিয়ে আয়।

দাও দেখে আসি... যদি কিছু বলে তো বলে দেব। আমরা ধাপে ধাপে চমক আনছি।

এক্স্যাক্টলি! আমরা আপনার কথা মতোই এগোচ্ছি। একটু ধৈর্য ধরুন। নৌকার সাথে নদীকে মিলিয়ে পরকীয়া করে দিয়েছি।

যা রে ভাই ইতস্তত করিস না।

ও ঢোকার মুখে ডিরেক্টর ভি চিহ্ন দেখায়। সহকারী ভেতরে যেতেই বুক দুরুদুরু করে, পরকীয়া তো সেই রাধাকৃষ্ণের সময় থেকেই দেখছে। ও ছিল আছে থাকবেও। কিন্তু তার প্যাটার্নটা যদি একটু চেঞ্জ করা যায়! ক্ষতি কী!

লম্বা বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে বসে দূরের সরু নদীর দিকে চেয়ে বসে আছে। হঠাৎ চোখ যায়, সোনুদা ও রুপালিদির দিকে! গুটানো পা-টাকে নামিয়ে নেয়। তড়াক করে আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে। মনের দেয়ালে আছাড় খায় কথাটা — এখন তো অভিনয় করছে না! তবে কি ব্যক্তিগত জীবনেও পরকীয়া করছে নাকি? কে জানে বাবা! ঘরের ভেতরে প্রোডিউসার কী করছেন কে জানে! ওদের পরকীয়া নিয়ে সিরিয়ালের ভাগ্য খুলবে তো!

হঠাৎ সামনের দুটো মাটির ঘরের দিকে চোখ যায়! পাশাপাশি দিব্যি আছে। দুটোর ছাদেই লকলকিয়ে দুরন্ত লাউগাছ উঠেছে। ডিরেক্টরের চোখের সামনে সিনটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো জেগে ওঠে। দুই বাড়ির টালির চালের মাঝে একটা পাটকাঠি। তার ওপর দিয়ে দুটো লাউ ডগা এগিয়েছে। একে অপরের আকর্ষ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে।

দারুণ তো! গাছেদেরও পরকীয়া!

তৃতীয় পর্বে এটাকে কাজে লাগাতেই হবে। এই সব ভেবে, বারান্দা থেকে নেমে পায়ে পায়ে নদীর কাছে যায়। শুনতে পায় ওদের কথা — নদী রে, আর কেউ না আসুক, তুই তো জানিস, আমি তোকে ছাড়া অচল, অকেজো, অগমনীয়! তোর আমার বন্ধন অচ্ছেদ্য। মন খারাপ করিস না। এটাই আমাদের চিরন্তন প্রেম রে!

নদী ওর কথায় সাড়া দেয়! সোনাই দিঘি বা রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাস তোতে আমাতে নিয়েই তো! ওরা ইতিহাসে অমর! সাথে কিন্তু আমরাও আছি দোসর হয়ে! কী বলিস!

নদীর ভেতরে উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে, ঢেউয়ের ঝটকা দেয়, তাতেই ঝলক ঝলক জল নৌকার উপরে ছিটকে যায়। নৌকা খুশিতে দুলে দুলে ওঠে।

নৌকাকে দুলতে দেখে ডিরেক্টরের ভেতরটাও দুলে ওঠে। ওর মনের নদীতে রীনার ছায়া দোলে। রীনাকে ছাড়া তো আজ অবধি কোনও কাজই হয়ে ওঠেনি। ও তো এখনও পরকীয়াই রয়ে গেল। তবে? মনের মধ্যে ওই গানটা গুনগুন করছে আর লতিয়ে বেড়াচ্ছে — আমার সারাটা দিন... শুধু তুমি...!

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন

robbarergolpo@gmail.com

‘বীরু নিশ্চয়ই গর্বিত হবে।’ ছেলে আর্যবীর জুনিয়র এশিয়া কাপ জেতার পর বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়



সুদীপ-শাহবাজের ব্যর্থ লড়াই, হেরে শুরু বাংলার

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : সুদীপ ঘরামি ও শাহবাজ আমেদের লড়াই ব্যর্থ হল। মুম্বইয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি ২০ টুর্নামেন্টে বাংলা প্রথম ম্যাচে কর্ণাটকের কাছে ১৯ রানে হেরে গেল। ০ রানে দুই উইকেট চলে গিয়েছিল একসময়। অভিষেক পোড়েল ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ কোনও রান করতে পারেননি। এরপর ২৪ রানে ৪ উইকেট হয়ে যায়। প্রথমে করণ লাল ৯ রানে আউট হয়ে যান। তার পর এই ম্যাচে অভিষেক হওয়া ঋষভ চৌধুরি ফিরে যান ০ করে। বাংলার ইনিংসে একমাত্র পার্টনারশিপ হয়েছে এরপরই। সুদীপ ও শাহবাজ মিলে ৯৬ রান যোগ করেছেন। সুদীপ ৬৫ ও শাহবাজ ৫৬ রান করেন। এরপর আর কেউ অভিলাষ শেঠি ও বিজয়কুমার বৈশ্যকের মোকাবিলা করতে পারেননি। অভিলাষ ৪টি ও বিজয়কুমার উইকেট নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত বাংলা ২০ ওভারে ১৬৫-৯-এর বেশি তুলতে পারেনি।

এর আগে কর্ণাটকের দুই ওপেনার ৪৭ রান তুলে ফেলার পর লভনীত সিসেদিয়া ২৭ রানে আউট হয়ে যান। তাঁর উইকেট নিয়েছেন পেসার সায়ন ঘোষ। ব্যক্তিগত ধাক্কা সামলে তিনিই ছিলেন এদিন বাংলার বোলারদের মধ্যে সেরা। এই ম্যাচের আগে সায়ন বাবাকে হারিয়েছেন। তারপরও মাঠে নেমে তিনি ৪ ওভারে ২৮ রানে ৪টি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু এই লড়াইয়ের ছাপ ব্যাটারদের মধ্যে সংক্রামিত হয়নি।



চার উইকেট নিলেন সায়ন। শনিবার।

ওয়াংখেড়েতে বিকেল সাড়ে চারটায় শুরু হয়েছিল এই ম্যাচ। কর্ণাটক কিন্তু শুরুতে যেভাবে খেলেছে তাতে তারা ২০ ওভারে ১৮৪ রানে শেষ হয়ে গেলেও একসময় মনে হচ্ছিল রান দুশো পার করে যাবে। ১০ ওভারে তাদের রান ছিল ১০২-২। কিন্তু এরপর কর্ণাটকের মিডল অর্ডারে ধস নামিয়ে দেন বংলার বোলাররা। সায়ন ছাড়া মুকেশ কুমার ৪৫ রানে দুটি, প্রদীপ্ত প্রামানিক ১৯ রানে দুটি উইকেট নিয়েছেন। অভিজ্ঞ শামি বরং ৫৬ রান দিয়ে একটির বেশি উইকেট পাননি।

কর্ণাটকের ব্যাটারদের মধ্যে ওপেনার মনীশ পান্ডে ২৯, তিনে নেমে করুণ নায়ার ৫৩ রান করেছেন। এছাড়া প্রবীন দুবে ৩০ রানে নট আউট থেকে যান। কর্ণাটক তাদের শেষ ৮টি উইকেট হারিয়েছে ৮২ রানে। উইকেট থেকে বাংলার বোলাররা খুব বেশি সাহায্য পাননি। তার মধ্যেও সায়ন-প্রদীপ্তরা ভাল বল করেছেন।

জাপান মাস্টার্সের ফাইনালে লক্ষ্য

কিউশু, ১৪ নভেম্বর: দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন লক্ষ্য সেন। প্রত্যাশা মতোই জাপান মাস্টার্স সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন এই ভারতীয় শাটলার। শনিবার মিফাইনালের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়ার তারকা খেলোয়ার আলউই ফারহানকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন তিনি। বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে থাকা ষষ্ঠ বাছাই ফারহানের বিরুদ্ধে এদিন শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায় অষ্টম বাছাই লক্ষ্যকে। ৬৯ মিনিট ধরে চলা লড়াইতে ২১-১২, ১৫-২১, ২১-১৬ ফলাফলে জয় ছিনিয়ে নেন লক্ষ্য। প্রথম গেমে প্রতিপক্ষকে কোনও সুযোগ না দিয়ে সহজেই এগিয়ে যান ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা। তবে দ্বিতীয় গেমে প্রত্যাবর্তন ঘটান ফারহান। ২১-১৫ পয়েন্টে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তিনি। ফলে ম্যাচ গড়ায় নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে। ফাইনালে ওঠার এই শেষ লড়াইয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার নিদর্শণ রাখেন লক্ষ্য। প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক পয়েন্ট তুলে নেন তিনি। শেষ গেমে একতরফা আধিপত্য বজায় রেখে জেতেন লক্ষ্য। এই জয়ের সুবাদে টানা দ্বিতীয়বার বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুরের ফাইনালে উঠলেন তিনি। আজ টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে নামবেন লক্ষ্য।

খেলা থামিয়ে সম্মান জানানো হবে রোনাল্ডোকে



লিসবন, ১৪ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পর্তুগাল ফুটবল থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ২৩ বছরের কীর্তি ভোলা সম্ভব নয়। তাই তাঁর পাহাড়প্রমাণ কীর্তিকে সম্মান জানাতে ও রোনাল্ডোর লেগাসিকে ধরে রাখতে নেশনস লিগে ডেনমার্ক ম্যাচে মাঠেই বিশেষ অনুষ্ঠান করছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। ৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোনাল্ডো। তারপর এই প্রথম কোনও ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। এস্তাদিও মিউনিসিপ্যাল ডে ব্রাগাতে এই ম্যাচে পর্তুগালের প্লেয়াররা রোনাল্ডোর ৭ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামবেন। ম্যাচের ৭ মিনিটে খেলা থামিয়ে দেওয়া হবে। তখন গোটা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে রোনাল্ডোকে সম্মান জানাবে। ম্যাচের মাঝে এই অনুষ্ঠানের জন্য উয়েফা ইতিমধ্যেই অনুমতি দিয়েছে। পর্তুগালের ফুটবল কর্তাদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে সিনিয়র ফুটবলার বার্নার্ডো সিলভা, ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও রুবেন দিয়াজের। তবে যাকে নিয়ে এই পরিকল্পনা সেই রোনাল্ডো সেদিন থাকবেন কিনা সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। দুই দশকের বেশি সময় ধরে রোনাল্ডো ৭ নম্বর জার্সি পরে পর্তুগালের হয়ে খেলেছেন। এবার তাঁকে এভাবেই সম্মান জানানো হবে। তবে কোচ জর্জে জেসুস জানিয়েছেন গোটা পরিকল্পনায় তাঁর বা অন্য সাপোর্ট স্টাফের কোনও ভূমিকা ছিল না। তিনি অবশ্য বলেছেন, ২৩ বছর ধরে রোনাল্ডো পর্তুগালের জন্য যা করেছেন সেটা কেউ ভুলতে পারবে না।

গুয়ামকে ১২ গোল ভারতের

কুয়ালালামপুর, ১৪ নভেম্বর: এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ কোয়ালিফায়ার্সের দ্বিতীয় ম্যাচে গুয়ামকে স্রেফ গোল বন্যায় ভাসিয়ে দিল ভারতীয় দল। শনিবার প্রতিপক্ষকে ১২-০ গোলে বিশাল ব্যবধানে দেশের জুনিয়ার ফুটবলাররা। আর এই জয়ের ফলে দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল ভারত। ম্যাচের ৫ মিনিটের মাথায় লিও থংবাম হেডের সাহায্যে গোল করে খাতা খোলেন। এরপর ১৩ মিনিটে অধিনায়ক দাল্লালমুওন গ্যাংতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। প্রতিপক্ষের রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ২০ মিনিটে হৃষীকেশ মানবথী স্কোরলাইন ৩-০ করেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার আগেই গ্যাংতে আরও দু'টি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। ফলে ভারত ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। বিরতির পর আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে দেন ভারতীয় ফুটবলাররা। এছাড়া ডেভিড মাংগাং আইরোম, ফেলিক্স মেইতেই সাইখোম এবং ঋত্বিক মাইতিও স্কোরশিটে নাম লেখান।

বৈভবের বিশ্বরেকর্ড সূর্যর হাফ সেঞ্চুরি



প্রতিবেদন : মুস্তাক আলি টি ২০ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই হাফ সেঞ্চুরি করলেন সূর্যকুমার যাদব। ২১ বলে ৬০ রান করে অপরাজিত থেকে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মুম্বইকে জেতালেন ৭ উইকেটে। মুম্বই অধিনায়কের পাশাপাশি রান করলেন সরফরাজ খানের ভাই মুশির খানও। তিনি ২৪ বলে ৫১ রান করেছেন।

জেতার জন্য ১৭৩ রান দরকার ছিল মুম্বইয়ের। তারা ১৩.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৪ রান তুলে নেয়। সূর্য এবার রঞ্জি দলে ছিলেন না। কিন্তু সাদা বলে প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ককে নিজের ছন্দে খেলতে দেখা গেল। ১৫ বলে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছিলেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ৬টি চার ও ৫টি ছক্কা রয়েছে। সূর্য গতবার আইপিএলে ভাল ফর্মে ছিলেন না। তাঁকে এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স রাখবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু নিলামের আগে সূর্য বুঝিয়ে দিলেন তিনি ছন্দে রয়েছেন। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের এই ম্যাচে কেকেআরের অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ওপেন করতে নেমে ২৭ রান করেছেন। তবে জয়ের আসল কারিগর সূর্য আর মুশির। ম্যাচে ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন শিবম দুবে। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের অন্য ম্যাচে চণ্ডীগড় বরোদাকে ৩ উইকেটে, পন্ডিচেরি মহারাষ্ট্রকে ১৫ রানে, পাঞ্জাব হরিয়ানাকে ৪ উইকেটে, অন্ধ্র প্রদেশ ত্রিপুরাকে ৪৩ রানে, সৌরাষ্ট্র বিহারকে ৫ উইকেটে, ঝাড়খন্ড মিজোরামকে ৬ উইকেটে, গুজরাট ২১ রানে ওড়িশাকে, মেঘালয় ১৮ রানে নাগাল্যান্ডকে, মনিপুর অরুণাচল প্রদেশকে ৬১ রানে, রাজস্থান উত্তর প্রদেশকে ৬ উইকেটে ও বিদর্ভ ৭ উইকেটে গোয়াকে হারিয়েছে। এদিনই ছেলেদের টি ২০ ক্রিকেটে কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হিসাবে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টস করতে নেমেছিল বৈভব সূর্যবংশী। এর ফলে বিশ্বরেকর্ডও হয়ে গেল। বৈভবের দল বিহার যেমন হেরেছে, তেমনই বৈভবও রান পায়নি। সে ১৮ রান করে আউট হয়ে যায়।

আত্মঘাতী তরুণী ক্রিকেটার

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : শুরু হওয়ার আগেই হয়ে গেল সবশেষ। আত্মঘাতী হলেন ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মহিলা ক্রিকেটার নন্দিনী। সন্দেহের তির দুই অজানা ব্যক্তির দিকে। যাঁরা নাকি প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করার জন্য ১৭ বছর বয়সী এই তরুণী ক্রিকেটারকে ভীষণ বাজেভাবে হেনস্থা করেছিল। আর সেই অপমান সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তেলেঙ্গানার এই মেয়ে। নন্দিনীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার এবং আত্মীয়রা রাস্তায় নেমে দোষীদের শাস্তির জন্য বিক্ষোভ দেখায়। গোটা বিষয়টা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাতেও বেশ ভাল ছিল নন্দিনী। সম্প্রতি বিসিসিআইয়ের মহিলা দলেও সুযোগ পেয়েছিল সে।

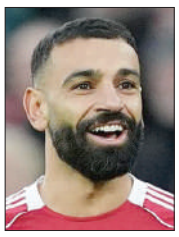
আজ সম্মানরক্ষার লড়াইয়ে রায়ানরা



প্রাকটিসে রায়ান। শনিবার ক্রাইস্টচার্চে।

ক্রাইস্টচার্চ, ১৪ নভেম্বর: গত ম্যাচেই ৫ গোল হজম। বিশাল কাইথ পেনাল্টি না বাঁচালে ব্যবধানটা হাফডজন হয়ে যেত। নিউজিল্যান্ডরে বিপক্ষে রবিবার দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে নামার আগে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রধান মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে রক্ষণ। ডিফেন্সের এমন নড়বড়ে হাল থাকলে কিউয়িরা যে আরও একবার বড় লজ্জায় ফেলে দেবে সেটা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছেন কোচ খালিদ জামিল। তিনি মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা শোনালেও লিস্টন, রায়ান, অনিরুদ্ধদের পারফরম্যান্স তো সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে না। উল্টে ধারে-ভারে সবদিক থেকেই এগিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের সামনে সম্মানরক্ষা করাই হতে চলেছে ব্লু টাইগার্সদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। যার সোজাসুজি অর্থ হল গোল হজম না করা । অথবা হারতে হলেও সেটা খুবই কম গোলের ব্যবধানে। খালিদ জানান, গত ম্যাচে অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছিল। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছি। বিশেষ করে কয়েকটি ব্যক্তিগত ভুলের জন্য মাশুল দিতে হয়েছে। রবিবার সব শুধরে নিয়েই মাঠে নামব। ফুটবলাররাও নিজেদের সেরাটা উজার করে দিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে, দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে কোনও অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারকে বিদেশ সফরে না নেওয়ায় খালিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



মহম্মদ সালাহ ১২৩ ম্যাচে ৭০টি গোল করে ইজিপ্টের হয়ে সবথেকে বেশি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন

মাঠে ময়দানে

15 November, 2026 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৫ নভেম্বর ২০২৬
রবিবার

শেষ বলে রুদ্ধশ্বাস জয় পাকিস্তানকে উড়িয়ে কাপ

আল আমেরাত, ১৪ নভেম্বর : হাতে আর মাত্র একটি বল, রান বাকি তিন। জিততে গেলে চার অথবা ছক্কা মারতেই হবে। এছাড়া কোনও উপায় নেই। ওমানের আল আমেরাত ক্রিকেট স্টেডিয়াম তখন উত্তেজনা এবং স্নায়ুর চাপে পরিপূর্ণ। ভারত-পাক ম্যাচে এই ধরনের পরিস্থিতি যদিও নতুন কিছু নয়। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের মঞ্চে এমন ম্যাচ দেখা যাবে সেটা হয়তো কোনও আপামর ক্রিকেট প্রেমীও ভাবেননি। স্নায়ুর চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে ইনিংসের শেষ বলে আহমেদ হুসেইনকে মিড-অনের উপর দিয়ে সপাটে বাউন্ডারি হাঁকালেন মোহিত উলভা। ডাগ আউট থেকে জোরে দৌড় লাগাল গোটা ভারতীয় দল। সকলে মিলে মোহিতকে জাপটে ধরে মাতল জমকালো সেলিব্রেশনে। শনিবাসরীয় বিকেলে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ১ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের তকমাটা একপ্রকার ছিনিয়েই নিল লক্ষ্য রায়চন্দনি, আর্যবীর শেহবাগরা। একটা সময় পরপর উইকেট হারিয়ে জয় প্রায় অসমম্ভবই মনে হচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের মুখের কাছ থেকে গ্রাস কেড়ে নিল মেন ইন ব্লু জুনিয়াররা। ২৬ বলে ৪৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন মোহিতই। আর গোটা টুর্নামেন্টে মোট ৩৬১ রান করে সিরিজের সেরা হয়েছেন বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর।



জয়ের নায়ক মোহিতকে কাঁধে তুলে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ৩৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। সেঞ্চুরি করেন ওপেনার উসমান খান (১০৭)। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন আব্দুল কাদির (৮০) এবং অধিনায়ক ফারহান ইউসুফ (৬৩)। ভারতের হয়ে সর্বাধিক ৪টি উইকেট পেয়েছেন কাব্য প্যাটেল। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালই করেন টিম ইন্ডিয়ার দুই ওপেনার লক্ষ্য ও আর্যবীর। তাঁরা ৯৫ রানের পার্টনারশিপ করে অনেকটাই জমি শক্ত করে দেন। ৫৮ রান করে আর্যবীর ফিরলেও ভিকে ভিনিতকে নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন অধিনায়ক লক্ষ্য। কিন্তু ২৪ রানে ভিনিত ফিরতেই পরপর ২টি উইকেট হারিয়ে ফেলে ভারত। ৩৭ তম ওভারে লক্ষ্য (৮০) এবং রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র (১৯) অন্বয় আউট হয়ে যাওয়া বড় ঝটকা খায় ভারত। এমন সময় মানাল চৌহান (৪৭) এবং মোহিত উলভা খাদের কিনারা থেকে ভারতের ইনিংসরে বের করে নিয়ে আসেন। ম্যাচের সেরা মোহিত জানান, আমার নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল যে আমি পারব। বলটা দেখে সপাটে চালিয়ে ছিলাম।

মেসিহীন আর্জেন্টিনা এবার হেরেই গেল



কাজে এল না আলভারেজের গোল।

বুয়েনস আইরেস, ১৪ নভেম্বর: আন্তর্জাতিক ফুটবলে লিওনেল মেসি-পরবর্তী যুগের শুরুটা সুখকর হল না আর্জেন্টিনার। ঘরের মাঠে সম্রাটহীন সৈন্যদল করল আত্মসমর্পণ। প্রীতি ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হল লিওনেল স্কালোনির শিষ্যরা।। অন্যদিকে, নতুন কোচ দিয়েগো ফোরলানের অধীনে দারুণ রক্ষণাত্মক কৌশলে জয় তুলে নিল উরুগুয়ে। ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলে রেখে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনার তরুণ মিডফিল্ডার নিকো পাজ গোলের একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করলেও উরুগুয়ের গোলরক্ষক ক্রিস্টোফার ফিয়ারমারিন সেটা নষ্ট করে দেন। প্রথম ৪৫ মিনিটে আর্জেন্টিনা আধিপত্য বিস্তার করলেও গোলশূন্য সমতা নিয়েই বিরতিতে যায় দুই দল।

কিন্তু বিরতির পর খেলার চিত্রটা পুরোপুরি বদলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আর্জেন্টিনার রক্ষণের ভুলে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে আসা বল ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ হেড করে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করলে তা সতীর্থ খেলোয়াড় লিওনার্দো বালের্দির গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা। প্রথম গোলের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ৫৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফোরলানের দল। কর্নার থেকে আসা বলে কাঁধ ছুঁইয়ে স্কোরলাইন ২-০ করেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউজো। এরপর ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালায় আর্জেন্টিনার ফুটবলররা। ৭৩ মিনিটে জুলিয়ান আলভারেজ গোল করলেও তাতে কিছু লাভ হয়নি। ফলে হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় নীল-সাদা জার্সিধারীদের।

মিগুয়েলের মৃত্যুতে গোলরক্ষকের নির্বাসন

মাদ্রিদ, ১৪ নভেম্বর : ফুটবল মাঠে মর্মান্তিক সংঘর্ষ ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের মৃত্যুর ঘটনায় এফসি অ্যান্ডোরার গোলরক্ষক জেসুস ওয়োনোকে ১২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি কমিটি। দ্বিতীয় স্তরের লিগে ঘটে যাওয়া এই দুঃখজনক ঘটনায় কড়া শাস্তি পেলেন এই তরুণ গোলরক্ষক। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেফারির কাছ থেকে ঘটনার পুরো বিবরণ শুনেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেসুস ওয়োনোর তরফ থেকে এই বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। অ্যান্ডোরা ফুটবল ক্লাব কর্তৃপক্ষ এমন অবস্থাতে তাঁর পাশেই রয়েছে।

গত ২ নভেম্বর একটি ম্যাচের শেষ মুহূর্তে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ম্যাচ চলাকালীন বল দখলের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ড জেসুস দে মিগুয়েলের সঙ্গে গোলরক্ষক জেসুস ওয়ানোর একটি মারাত্মক সংঘর্ষ হয়। ওয়ানোর উঁচিয়ে রাখা পা ও হাঁটুর আঘাত সরাসরি মিগুয়েলের বুকে লাগে। অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে করা এই ট্যাকলের কারণে মাঠে রেফারি সরাসরি লাল কার্ড দেখান ওয়ানোকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মিগুয়েলের। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।



মৃত্যুর কোলে ঢলে-পড়া মিগুয়েলকে ঘিরে দু-পক্ষের ফুটবলাররা।

ভুটানকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : ভুটানের বিপক্ষে জয়ের রেকর্ড জারি রাখল ভারতীয় ফুটবল দল। সাফ চ্যাম্পিয়শিপের সেমিফাইনালে শনিবার বিকেলে প্রতিপক্ষকে ২-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল তারা। দ্বিতীয় সারির দল নিয়েও ফের একবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রবেশ করল ব্লু-টাইগার্সরা। ভারতের হয়ে গোলগুলি করলেন পিভি বিষ্ণু এবং চিংলেনসানা সিং।

ম্যাচের ৮ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি করেন ইস্টবেঙ্গলের বিষ্ণু। মাঝমাঠ থেকে লুংদিময়ের ভাসানো বল থেকে কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন কেরালার এই ফরোয়ার্ড। এগিয়ে গিয়ে বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে নৌশাদ মুসার ছেলেরা। যার ফল পাওয়া যায় ম্যাচের ২৭ মিনিটে। ডানদিক থেকে আসা কর্নার প্রথম প্রচেষ্টায় বিপন্মুক্ত করতে পারেনি ভূটানের রক্ষণভাগ। সেখান থেকে জোরাল শটে বল জালে জড়ান অরক্ষিত থাকা চিংলেনসানা। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৮ মিনিটে ব্যবধান কমায় ভুটান। দুর্দান্ত সাইডভলিতে বল গোলের কাছে পাঠান চেনচো। এরপর আলতো ছোঁয়ায় গোল করেন কিংজান তোবদেন। অফসাইডের কারণে প্রথমে গোলটি বাতিল করেছিলেন রেফারি। কিন্তু পরে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে গোলের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এরপর আর গোলের দরজা খুলতে পারেনি প্রতিবেশী দেশটি। ফলে শেষবাঁশি বাজলে ফাইনালের ওঠার আনন্দে মাতেন ভারতের ফুটবলাররা। আগামী ১৭ নভেম্বর ফাইনালের লড়াইতে নামবে তারা।

মাঠে ময়দানে
15 November, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের মেয়েদের দলেও বৈভবের মতো কাউকে চান হরমনপ্রীত কৌর



জিতলে সিরিজ, হারলে ড্র, আজ শ্রেয়সদের কঠিন ম্যাচ





আগের ম্যাচে বিরাটকে শূন্য রানে ফিরিয়েছিলেন ম্যাট হেনরি। রবিবার কী হবে?

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৪ নভেম্বর : একটা হার ভারতীয় দলকে বেআব্রু করে দিয়েছে। একটা দল যদি ২৪৪ রানে হেরে যায় তাহলে এটা হওয়া স্বাভাবিক।

চতুর্থ একদিনের ম্যাচের পর কোচ একরকম বলেছেন, অধিনায়ক আরেক রকম। গম্ভীর সোজাসুজি আঙুল তুলেছেন ব্যাটারদের দিকে। বলেছেন বিশ্বকাপের আগে এই ব্যাটিং তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়েছে। কিন্তু অধিনায়ক শ্রেয়স নিজেদের ভুল দেখেননি। তিনি বলেছেন, ব্যাটাররা কোনও ভুল করেনি। কেউ বাজে আউট হয়নি। সবাই হয় ভাল বলে আউট হয়েছে না হলে সুইং ও কাটের কাছে পরাস্ত হয়েছে। তিনি ছয় উইকেট নেওয়া ম্যাট হেনরির প্রশংসা করেছেন।

হাওয়া অফিসের যা রিপোর্ট তাতে রবিবারও এখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। যার মানে নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ ২-২ করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই মুহূর্তে তাদের স্পিরিট তুঙ্গে। হেনরিকে সামলানোর মতো লোক খুঁজে পাচ্ছেন না শ্রেয়সরা। শুভমন আর রাহুলের টেস্ট শিবিরে যোগ দেওয়া বুমেরাং হয়েছে। নিউজিল্যান্ড কিন্তু তাদের টেস্ট প্রস্তুতিতে ভাবনাচিন্তার ছাপ রেখেছেন। এটা নিয়ে হুড়োহুড়ি না করে ধীরে ধীরে প্লেয়ার সরিয়েছে। তাতে এই দলে প্রভাব পড়েনি।

এখানে শুক্রবারের ম্যাচে যা ঘটেছে সেটা অবিশ্বাস্য। লোকে দেখল এক ওভারের মধ্যে রোহিত, বিরাট ও শ্রেয়স ০ করে ফিরে গেলেন। ভারত ০ রানে তিন উইকেট হারিয়ে ফেলল। ভারতীয় ক্রিকেটার জন্য এটা খুব ভাল বিজ্ঞাপন নয়। গম্ভীরের এজন্য উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিনি আগের ম্যাচের কথা টেনে আনেন। যেখানে ভারত ১১১ রানে ৭ উইকেট হারিয়েছিল। বিশ্বকাপের আর এক বছর বাকি। এই সময় এমন ব্যাটিং আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে।

রোহিত আবার ছন্দ হারিয়েছেন। বিরাটের একটা ৭৪ ছাড়া রান নেই। শ্রেয়সের ব্যাটে রানই নেই। ঈশান কিশানেরও একই অবস্থা। আবার অনভিজ্ঞ বোলিংও অস্বস্তি বাড়াচ্ছে। গুরনুর, নবিরা নতুন। ওদের সময় দিতে হবে। কিন্তু সিনিয়রদের বসিয়ে রেখে হঠাৎ এক ম্যাচে নামিয়ে দিলে কী হয়, তার প্রমাণ কুলদীপ। শুক্রবার তিনি ৭৩ রান দিয়েছেন। টি-২০ সিরিজে এমনই ক্রিকেট পর্যটক ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। একটি ম্যাচে খেলেছিলেন। কিন্তু না খেলে খেলে বরুণ, কুলদীপদের আত্মবিশ্বাস যে তলানিতে চলে গিয়েছে, কে বুঝবে।

রবিবাসরীয় ম্যাচ নানা দিক থেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এক তো এই যে ভারত জিতলে একদিনের সিরিজ জিতে যাবে। নিউজিল্যান্ড জিতলে সিরিজ ড্র হবে। তবে তার থেকেও বড় কথা হল এরপর দুই টেস্টের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। এখানে ভারত সিরিজ জিতলে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুভমনরা ওয়েলিংটনে নামতে পারবেন। ওখানে টেস্ট শুরু ১৯ নভেম্বর।

পৌঁছলেন ঋষভ, টেস্ট দলে গুরনুর

ছেড়ে দেওয়া হল কুলদীপকে





গুরনুর এবার টেস্টে, কুলদীপ ঘরোয়া ক্রিকেটে।

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : ওয়েলিংটন টেস্টের আগে দলে পরিবর্তন করল বিসিসিআই। একদিনের দলের গুরনুর ব্রার-কে টেস্ট স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে।

ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভ মাঠে জোরে বোলাররা সুবিধা পাবে এটা পরিষ্কার। টেস্ট দল এখন ওখানে লাল বলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেখান থেকেও ফিডব্যাক আসছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচকরা ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চির হরিয়ানা পেসারকে টেস্ট দলে নিয়েছেন। তিনি পঞ্চম একদিনের ম্যাচের আগেই মাউন্ট মাউনগানুই থেকে ওয়েলিংটনে পৌঁছবেন। কোচ গৌতম গম্ভীর ও স্পিন কোচ সাইরাজ বাহুতুলে ওয়েলিংটন যাবেন পঞ্চম ম্যাচের পর।

এদিকে, ওয়েলিংটন ও তার পরের টেস্টে কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা নেই বলে তাঁকে টেস্ট দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কুলদীপ এবার দেশে ফিরে আসবেন। তাঁকে ঘরোয়া টি-২০ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে খেলতে বলা হয়েছে। কুলদীপ শুক্রবার চতুর্থ একদিনের ম্যাচে ৭৩ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। ফলে তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বিসিসিআই এক বার্তায় এই আরও জানিয়েছে ঋষভ পন্থ ওয়েলিংটনে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গালুরুতে টানা রিহ্যাব করার পর তাঁকে ফিট ঘোষণা করা হয়েছিল। চোটের জন্য ঋষভ লম্বা সময় রিহ্যাবের মধ্যে ছিলেন।

তদন্ত ধামাচাপা দিয়েছিল বোর্ড : ওয়ার্নার

মেলবোর্ন, ১৪ নভেম্বর: অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম কলঙ্কজনক অধ্যায় ২০১৮ সালের 'স্যান্ডপেপারগেট' তথা বল টেম্পারিং কাণ্ড নিয়ে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এবার সেই আগুনে ঘি ঢাললেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, ২০১৮ সালের ওই ঘটনার তদন্তে বড়সড় গাফিলতি ছিল এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এই প্রাক্তন অজি ওপেনার লেখেন, আমার যতদূর জানা আছে ২০১৮ সালের তদন্তে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক এবং নাথান লিয়নের কোনও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি। যদি এটি সত্যি হয়, তবে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে এই দাবি করে যে বোলাররা কিছুই জানতেন না? দেখে মনে হচ্ছে, শুরু থেকেই কাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে তা তারা ঠিক করে রেখেছিল। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একটি দায়সারা তদন্ত চালানো হয়েছিল এবং এখন তারা এই মিথ্যাটাই ধরে রাখতে চাইছে যে বোলারদের কোনও ধারণাই ছিল না। এর থেকেই তথ্য গোপন এবং তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।



খোয়াজা চুপ করলেও ওয়ার্নার কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স-সহ দলের বোলিং বিভাগ বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। সম্প্রতি মিচেল স্টার্কও সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের পুরনো অবস্থানে অনড় থেকে জানিয়েছেন, মাঠে স্যান্ডপেপার নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বোলারদের কোনও ধারণাই ছিল না। তবে ওয়ার্নারের এই নতুন ও সরাসরি আক্রমণের পর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের অন্দরমহলে অস্বস্তি যে কয়েকগুণ বেড়ে গেল, সেটা বলাই যায়। দিনকয়েক আগেই প্রকাশিত উসমান খোয়াজা তাঁর আত্মজীবনীতে দাবি করেছেন, কেপটাউন টেস্টের সেই বল টেম্পারিংয়ের পরিকল্পনার কথা কেবল নির্বাসিত তিন ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরুন ব্যানক্রফটই নন, দলের আরও অনেকেই জানতেন। আর খোয়াজার এই বক্তব্যকে ১০০ শতাংশ সত্যি বলে সমর্থন জানিয়েছেন ওয়ার্নার।